পলাশী

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীহীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রকাশক—
শ্রীভুবন মোহন মজুমদার, বি, এস, সি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫১

প্রিণ্টার—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫০।২, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিঃ

পলাশী

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুত সলিল কুমার মিত্র, বি, কম্,
পরিচালক—শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ,
সুরশিল্পী—শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দাস ও তারাপদ ভট্টাচার্য্য
নৃত্যশিল্পী—শ্রীযুত ললিত মোহন গোস্বামী
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক—শ্রীযুত মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
আলোকসম্পাৎকারী—শ্রীযুত বিভূতি রায়
এম্প্লীফায়ার বাদক—শ্রীযুত মধুসূদন আড্ডি
যন্ত্রী সঙ্ঘ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" কালী পদ "
" কমল "
" বিদ্যাভূষণ পাল
" ললিত মোহন বসাক
" কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ
" হারাধন বিশ্বাস
" পূর্ণচন্দ্র দাস
" মিহির মিত্র

প্রথম অভিনয় রজনীর

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

আলিবর্দ্দী—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
সিরাজদ্দৌলা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
মীরজাফর—শ্রীশিবকালী চট্টোপধ্যায়
মোহনলাল—শ্রীভূমেন রায় (পরে) সত্য পাঠক
আলিহোসেন—(পুরন্দর)—শ্রীবাণীব্রত মুখোপাধ্যায়
মাণিকচাঁদ—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
উমিচাঁদ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আগা সমসের—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
মীরনাজির—শ্রীশান্তি গুপ্ত
আমীর খাঁ—শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়
সোলেমান—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস (অনু)
মিঃ হলওয়েল—শ্রীবিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
স্বামিজী—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য
শান্তশীল—শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়
বালাজী—মিঃ ম্যালকম
দয়ানন্দ—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
দানশা—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
আলতাফ—শ্রীঅবিনাশ দাস
অন্যান্য ভূমিকায়—শ্রীপ্রণব পাঠক, শান্তি চট্টো, চঞ্চল বসাক, রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, তারক ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্র মজুমদার।

মেহের উন্নেসা—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী
সেলিনা (করুণা)—শ্রীমতী বীণা দেবী
লুৎফা—শ্রীমতী রেখা দত্ত
লক্ষ্মীবাঈ—শ্রীমতী দুনিয়াবালা
সৌরভী—শ্রীমতী যুথিকা দেবী
দেবদাসী (প্রাচ্যনৃত্য)—শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্যান্য ভূমিকায়—শ্রীমতী বীণা ২নং, বীণা ঘোষ, গীতা (চারিজন), উমা (দুইজন), আঙ্গুর, কনক, মীণা, মালতী, রেখা (দুইজন)।

চরিত্র পরিচয়।

—পুরুষ—

আলিবর্দ্দী	...	সুবে বাংলার নবাব।
সিরাজদ্দৌলা	...	ঐ দৌহিত্র, পরবর্ত্তী নবাব।
মীরজাফর	....	সিপাহসালার (সেনাধ্যক্ষ)।
মোহনলাল	...	সেনাপতি।
মাণিকচাঁদ	...	কলিকাতার দেওয়ান।
উমিচাঁদ	....	পেশোয়ারী সওদাগর।
আগা সমসের	....	প্রাক্তন সেনাপতি।
আমীর খাঁ	...	সহকারী সেনাপতি।
আলিহোসেন (পুরন্দর)	...	সিরাজের বয়স্য।
মীরনাজির	...	মতিঝিলের শেরিফ।
হলওয়েল	...	ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি।
শান্তশীল	...	সঃ সেনাপতি (মোহনলালের সহঃ)
স্বামিজী	....	মোহনলালের গুরুদেব।
বালাজী দণ্ডপাণি	...	মহারাষ্ট্র সেনানায়ক।
দয়ানন্দ	...	দয়ানগরের দেবাংশি সন্ন্যাসী।
সোলেমান	...	মীরমদনের পুত্র।
আলতাফ	...	হাবিলদার।
দানশা*	...	জনৈক ফকির।

কৃষ্ণদাস, মীরণ, মোহনলালের প্রতিবেশিগণ, সৈনিকগণ, কোতোয়াল, প্রতিহারীগণ ও প্রহরীগণ।

—স্ত্রী—

মেহেরউন্নেসা (ঘসেটি)	...	নবাব আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।
লুৎফ-উন্নেসা	...	সিরাজের পত্নী।
সেলিনা (করুণা)	...	মোহনলালের ভগিনী (লুৎফার সঙ্গিনী)
লক্ষ্মিবাঈ	...	ভাস্কর পণ্ডিতের পালিতা কন্যা।
সৌরভী	...	দয়ানন্দের ভৈরবী।

দেবদাসী ও নর্ত্তকীগণ।

*ইনি প্রসিদ্ধ দোঁহাকার সিদ্ধপুরুষ দানশা ফকির নহেন। যদিও উভয়েই প্রায় সমসাময়িক ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমান হেমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান লোকেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

পলাশী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ছায়াঘন-পল্লীপথ। অদূরে সবুজ ধানক্ষেত ও তাহার পার্শ্বে প্রবাহিতা নদী। পশ্চাতে কুটীর শ্রেণী ও গাছপালা দেখা যাইতেছে, বটের ছায়ায় বসিয়া স্বামিজী গান গাহিতেছেন।

গান

আমার সোনার বাংলা দেশ
নম নম নম নম।
স্নিগ্ধ উজল পল্লীমায়ায়
ছায়াঘন নিরুপম।
কাজল দীঘির অথৈ জলে
সোনার কমল কুমুদ দলে,
পল্লী বালার চিকুর দোলে
স্বপন পরী সম।
স্তব্ধ দুপুর আম্রবনে রাখাল বাজায় বেনু ;
তোমার বুকের পরশ খুঁজে
বেড়ায় নীরব ধেনু।
ভাটিয়ালির গানের তালে,
নূপুর বাজে ডিঙার হালে—
রম ঝম রম ঝম।
নম নম নম নম॥

(নেপথ্যে কোলাহল শোনা গেল)

নেপথ্যে—আগুন !—আগুন !

স্বামিজী। আগুন! একি! মোহনলালের গৃহে আগুন! সর্ব্বনাশ! এ আগুন নেবাবে কে? পুরন্দর—পুরন্দর, শান্তশীল, আগুন! আগুন!

[প্রস্থান

আবার কোলাহল উঠিল। মোহনলাল চীৎকার করিতেছে—ভাগো ভাগো হিঁয়াসে।

নেপথ্যে—আগুন—আগুন—

(বিভিন্ন কণ্ঠের কলরব)

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া পুনরায় আলোকিত হইল, সহসা মোহনলালের গৃহে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

নেপথ্যে—জল! জল! জল নিয়ে আয়।

একটী জ্বলন্ত মশাল হাতে মোহনলাল ধীরে ধীরে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটা অস্বাভাবিক ক্রুর হাসি ও দৃঢ়তা।

মোহন। ধিকি ধিকি তুষের আগুনে যার অস্থি মজ্জা মেদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সেই দুর্ভাগা দেশকে আজও বলে—সোনার বাংলা দেশ। ভীরু কুকুরগুলো চীৎকার করছে। কিন্তু সে ওই মোহনলালের ভাঙ্গা কুঁড়ের মমতায় নয়। পাছে এই আগুনে নিজেদের ঘর পোড়ে সেই ভয়ে।

[কয়েকজন প্রতিবেশী ছুটিয়া মোহনলালের নিকটে আসিল]

১ম প্র। ঠাকুর! মোহন ঠাকুর!

মোহন। খবরদার। কেউ নেবাতে চেষ্টা ক'রো না। আমার ঘর, আমি নিজে হাতে আগুন জ্বালিয়েছি। জ্বলবে, অনন্তকাল ধরে জ্বলবে ওই আগুন।

প্রতি। এঁ্যা! কি বলছ মোহন ঠাকুর?

মোহন। হাঁ, ঠিকই বল্‌ছি। আপন আপন ঘর সামলাওগে যাও। যাও—যাও এখান থেকে।

২য় প্র। বোনটার শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

৩য় প্র। তা আবার হবে না? সংসারে আর আছেই বা কে?

১ম প্র। অমন সুন্দর বোন! যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

মোহন। যাও—যাও এখান থেকে। তোমরা জান শুধু কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে। আর জানো (হাতের মশালটি পদদলিত করিয়া নিবাইল) পরের সর্ব্বনাশ করতে।

প্রতি। রণে হেরে ঘরে এসে চোখ রাঙানি। বর্গীদের সঙ্গে দিল্লাগি চল্‌বে না বাবা। তারা মারাঠা। যাও না একবার, বুঝবে ঠেলাটা। [বলিতে বলিতে প্রস্থান

মোহন। (প্রজ্জ্বলিত গৃহের দিকে চাহিয়া) আঃ, বাঁচা গেল। মোহনলালের চিহ্ন নন্দীগ্রাম থেকে, সমস্ত বাংলার বুক থেকে এমনি করে মুছে ফেলব। করুণাও নিশ্চয়ই মরেছে। আমার বোন সে, সে জানে কেমন করে মরতে হয়। (গৃহখানির উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল) তোমার সম্মান রাখতে পারিনি। তাই বিদেশী দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আগে, আপন হাতে তোমায় দগ্ধ করেছি। জননী জন্মভূমি আমার! ক্ষমা করো। (অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল)

পুরন্দর ও শান্তশীলের প্রবেশ

পুরন্দর। মোহন!

মোহন। কে, পুরন্দর! শান্তশীল! এসেছো তোমরা?

পুর। স্বামিজী আমাদের মুর্শিদাবাদ থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন, আমরা না এসে পারি?

মোহন। আসবি, তা জানি। কিন্তু এসেও কোন লাভ হবে না পুরন্দর! বর্গীরা আমার বোনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। গ্রামের লোক রক্ষা করতে পারেনি। অথচ সমাজপতিদের বিচারে আমি জাতিচ্যুত, আমার বংশ-গৌরব কলুষিত! অবশ্য একথা জানতাম যে তোরা কোনদিন আমায় পরিত্যাগ করবি না। তবুও—

পুর। তবুও জেনে শুনে এমন করলি কেন মোহন? বাপ পিতামহের ভিটেয় নিজের হাতে আগুন জ্বালালি ভাই?

মোহন। ভুল তো করিনি পুরন্দর। যে মায়ের সম্মান রাখতে পারবো না, তাকে পরের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেওয়ার চেয়ে, আপন হাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, ঢের ভাল। এ আগুন আর নিববে না, বন্ধু। নন্দীগ্রামের ঘরে ঘরে, সারা মুর্শিদাবাদে, সমস্ত বাংলায় এমনি করে জ্বলে উঠবে আগুন। যদি বাঙ্গালী কোনদিন পারে এ লাঞ্ছনার প্রায়শ্চিত্ত করতে, তবেই আবার ফুটে উঠবে বাংলার মুখে হাসি। নইলে এই শস্যশ্যামলা জন্মভূমিতে যে চিতা আজ জ্বালিয়ে দিলাম, তা রাবণের চিতার মত চিরকাল ধরে জ্বলবে।

পুর। অভিসম্পাত করোনা মোহন। আমরা বেঁচে থাকতে যদি বিদেশীর হাতে বাংলা লাঞ্ছিত হয়, সে দুর্ভাগ্য শুধু বাংলার নয়, বাঙালীর, আট কোটী হিন্দু-মুসলমানের।

মোহন। পুরন্দর—

পুর। চঞ্চল হয়ো না ভাই! বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী বেঁচে থাকতে থাকতে, বাংলার বনিয়াদ শক্ত ক'রে না গাঁথতে পারলে, চিতা জ্বেলেও মায়ের সম্মান রাখতে পারবে না।

মোহন। কিন্তু তোমার আলিবর্দ্দী তো সমাজের যত সব ন্যায়-চঞ্চু আর স্মার্ত্তশিরোমণির মুখ বন্ধ করতে পারবেন না ভাই?

পুর। আলিবর্দ্দী না পারুন, আমরা পারবো। দেশ হীনবীর্য্য হলে সমাজ এমনি পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। সেই পঙ্গু সমাজকে অভিশাপ দিয়ে জাগিয়ে তোলা যায় না, তাকে জাগাতে হয় চাবুক মেরে।

মোহন। চাবুক মেরে?

পুর। হাঁ, চাবুক মেরে। আর সে চাবুক, দেশের তরুণদের হাতে। তোমার ওই ন্যায়চঞ্চুদের হাতে নয়।

শান্ত। সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই যে করুণাকে ধরে নিয়ে গেল মারাঠা দস্যুরা, তাই নিয়ে সমাজপতিরা নানা কুৎসিত কথা রটনা করলেন। মোহনকে পতিত রাখবার সিদ্ধান্ত হল। তুমি কি বলো, এর প্রতিকার হবে ওই বুড়ো ভেড়াগুলোকে চাবুক মেরে?

পুর। সে চাবুকের কথা আমি বলছি না শান্ত। আমি বলছি—আমরা যদি শক্তিমান হয়ে উঠি, আমাদের শক্তির কশাঘাতে ওদের মুখ আপনি বন্ধ হবে। যে করুণার সম্পর্কে ওরা আজ নানা কথা বল্‌বার সাহস পায়, তাকে কতটুকু জানে ওরা?

মোহন। [স্বগতঃ] করুণা! অভাগিনী করুণা।

[মোহনলাল একটু দূরে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখে জল আসিল।]

পুর। মোহন! কাঁদছো? ছিঃ, তোমার চোখে জল!

মোহন। অত অপমান সয়ে কি করুণা আজও বেঁচে আছে ভাই?

পুর। করুণাকে অপমান করবার শক্তি মারাঠার নেই মোহন। তা ছাড়া, পণ্ডিতজী বেঁচে থাকতে, মারাঠা শিবিরে মায়ের অপমান হবে না, এ আমি ঠিক জানি।

মোহন। তিনি বেঁচে থাকতে, তাঁর সৈন্যরা যদি একটী অসহায় কুমারীকে দেবমন্দির থেকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তা হলে অপমানের আর কি বাকী থাকে পুরন্দর?

পুর। কিন্তু সে অনাচার ঘটেছে পণ্ডিতজীর অগোচরে। পণ্ডিতজী আর যাই হোন, অন্তত হীন চরিত্র নন্‌, এ বিশ্বাস আমার আছে।

শান্ত। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে তো নিশ্চিন্ত থাকা চলে না ভাই।

স্বামিজীর প্রবেশ

স্বামিজী। নিশ্চয়ই না।

পুর। এই যে স্বামিজী, আপনি? [সকলে স্বামিজীর পদধূলি লইল।

স্বামিজী। মোহন গাঁয়ে ছিল না। তাই অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে, আমি তোমাদের সংবাদ পাঠিয়েছিলাম।

মোহন। আমার অনুপস্থিতিতে গ্রামশুদ্ধ লোক যার প্রতিবিধান করতে পারেনি, একা পুরন্দর আর শান্তশীল তার কতটুকু পারবে স্বামিজী?

স্বামিজী। এ গাঁয়ের লোকের প্রতিবিধান করবার শক্তি নেই· মোহন। তাই সে ভার দিয়েছি তোমার আর পুরন্দরের হাতে। শান্ত থাকবে তোমাদের পিছু পিছু। এই মুমূর্ষু জাতির কঙ্কালকে ভেঙ্গে তোমরা গড়ে তুলবে নূতন মানুষের দল; যারা মৃত্যুকে মুষ্টিভিক্ষা দেবে হাসতে হাসতে।

মোহন। স্বামিজী! (মস্তক নত করিল)

স্বামিজী। মোহনলাল!

মোহন। কিন্তু—(ক্ষণেক নীরব রহিল)

পুর। ভেবোনা ভাই, এ মহাকার্য্যে নবাব আলিবর্দ্দী তোমার সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

মোহন। নবাব আলিবর্দ্দী!

পুর। বিস্মিত হচ্ছ মোহন? তোমার বন্ধু এই পুরন্দর এতদিন ধরে আত্মীয়-বান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে আলিহোসেন নাম নিয়ে নবাবের প্রাসাদে অবস্থান করছিল, সে কি বিনা উদ্দেশ্যে? আমি নবাবের পরম বিশ্বাসের পাত্র। আমার অনুরোধে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন তোমায় সাহায্য করতে। বাংলার বুক থেকে যদি বিদেশী দস্যুদের নির্ম্মূল করতে পার, নবাব সরকার চিরদিন তোমার স্বপক্ষে থাকবে?

মোহন। পুরন্দর।

পুর। হাঁ ভাই।

স্বামিজী। শুনলাম, নবাব আলিবর্দ্দী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—অন্ততঃ মারাঠাদের যদি বাংলা থেকে কেউ বিতাড়িত করতে পার, তিনি তাঁকে পাঁচ-হাজারি মনসবদারের জায়গীর দিয়ে সেনাপতির পদে বরণ করবেন।

মোহন। আমি পদমর্য্যাদা চাই না স্বামিজী। আমি চাই প্রতিশোধ, মারাঠার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ।

পুর। বেশ, সেই প্রতিশোধ নিয়েই তুমি তোমার বীরত্বের পরিচয় দাও মোহনলাল।

মোহন। স্বামিজী ?

স্বামিজী। মারাঠাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করে যদি নবাবের বিশ্বাসভাজন হ'তে পারো মোহন, যাত্রাপথ আরও সুগম হবে তোমার। আমি শুনেছি—নবাব আলিবর্দ্দী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মরবার আগে দেশ রক্ষার ভার কোন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেবার জন্যে। মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও তিনি খুঁজছেন একজন সত্যিকারের মানুষ,. যাকে বিশ্বাস করা যায়। স্বদেশ-সেবার এ অপূর্ব্ব সুযোগ তুমি হারিয়োনা মোহন।

মোহন। আমার মত একজন অসহায় যুবক এই বিস্তীর্ণ বাংলা-দেশের কতটুকু কাজে লাগতে পারে স্বামিজী ? আর, আমার দ্বারা কী-ই বা সম্ভব ?

স্বামিজী। সবই সম্ভব মোহন। চাণক্যের মত এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যদি এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রকে ভেঙে নূতন সাম্রাজ্য গড়ে যেতে পারেন, তা হ'লে তোমার মত এক অমিততেজা যুবক পারে না এই জরাজীর্ণ বাংলাকে ভেঙে নূতন করে গড়ে তুলতে ?

মোহন। পারবো স্বামিজী ?

স্বামিজী। পারবে মোহন।

মোহন। আশীর্ব্বাদ করো তবে সন্ন্যাসী।

[মোহন নতজানু হইয়া স্বামিজীর পদপ্রান্তে বসিল]

স্বামিজী। আশীর্ব্বাদ শুধু আমি একা করবো না মোহন, আশীর্ব্বাদ করবে বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্র। আশীর্ব্বাদ করবে বাংলার নদ নদী বন উপবন। আশীর্ব্বাদ করবেন দেবী ভাগীরথী, আর আশীর্ব্বাদ করবে বাংলার বেদনার্ত্ত নরনারী—আট কোটী হিন্দু-মুসলমান।

মোহন। স্বামিজী! আমি সেই আশীর্ব্বাদই মাথা পেতে নেবো। আজ থেকে শপথ করলেম, আমার দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে আমি বাংলাকে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হতে দেব না। এই জরাজীর্ণ বাংলাকে ভেঙে আবার নূতন করে গড়ে তুলব। জীবন দিয়ে করব আমার দেশমাতৃকার অভিষেক। সমগ্র বাংলায় জেগে উঠবে আর এক নূতন জাতি। গ্রামে গ্রামে, পথে পথে ধ্বনিত হবে সেই গান—"আমার সোণার বাংলা দেশ। আমার সোণার বাংলা দেশ।"

(জন্মভূমির উদ্দেশে করজোড়ে নমস্কার করিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মারাঠা শিবির। লক্ষ্মীবাঈ একাকী শিবিরের মধ্যে গান গাহিতেছে। শিবিরের একপার্শ্বে লক্ষ্মীবাঈয়ের শয্যা, অপর পার্শ্বে বিশ্রাম করিবার আসন ও দু একটি প্রয়োজনীয় আস্‌বাব।

গান।

আমি যে বেঁধেছি ঘর
অজানার বালুচরে।
যারে ভুলে যেতে হবে জানি,
তারি লাগি আঁখি ঝরে।
জানি ফাগুন দিনের শেষে,
দখিণা বাতাস এসে—
ডাক দিয়ে যাবে দূর মরু পথে,
কাল বৈশাখী ঝড়ে॥

[গান শেষ হইতে না হইতেই ব্যস্ততার সহিত বালাজীর প্রবেশ]

বালাজী। লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। কাকা!

বালাজী। পণ্ডিতজী তো এখনও ফিরলেন না। নবাবের সৈন্যেরা ময়ূরাক্ষীর ওপারে ছাউনী ফেলেছে। আমাদের কোতোয়ালীর তিন দিকে ঘাঁটি পেতে ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্যে এবার নূতন পদ্ধতিতে শিবির সংস্থাপন করেছে।

লক্ষ্মী। কাকা পিতাজী কি একাই নন্দীগ্রামে গেছেন? সঙ্গে কোন গোলন্দাজ, কোন ঘোড়সোয়ার যায়নি?

বালাজী। না, তিনি স্বেচ্ছায় একাকী গেছেন।

লক্ষ্মী। তা হ'লে?

বালাজী। পণ্ডিতজীর জন্য আমি চিন্তা করি না লক্ষ্মী। মহারাষ্ট্র নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের পথ রোধ করা সহজ নয়। তা ছাড়া, নবাবী সৈন্যের সে সংবাদ পাবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি ভাবছি, তিনি শিবিরে ফিরবার আগে, যদি ওরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে!—যাক্, সে কথা নিষ্প্রয়োজন। যতক্ষণ পণ্ডিতজী ফিরে না আসেন, সাবধানে থেকো। যে কোন সময় হয়তো আমাদের ছাউনি স্থানান্তরিত করবার দরকার হ'তে পারে।

[বালাজী যেমন ব্যস্ততার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তেমনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন]

লক্ষ্মী। পিতা একা গেছেন নন্দীগ্রামে। নবাব সৈন্যেরা তিন দিক থেকে মারাঠা শিবির ঘিরে ফেলবার জন্য এগিয়ে আসছে। যদি পথে কোন বিপদ হয়। না—না, কাকা বলেছেন কোন ভয় নাই। মহারাষ্ট্র-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের পথ রোধ করা সহজ নয়। বিশ্বনাথ রক্ষা করবেন।

(লক্ষ্মী চঞ্চল পদে ইতস্তত ফিরিতে লাগিল)

এবার হয়তো বাংলা মুলুক ছেড়ে চলে যেতে হবে। বেশ লাগে আমার এই বাংলা দেশ। এমন নদ নদী বন উপবন! ইচ্ছা করে, পাখীর মত বাংলার বনে বনে ঘুরে বেড়াই। আর কখনও বাংলায় ফিরবো কি না, ভগবান জানেন। করুণাদির সঙ্গেও হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। আশ্চর্য্য মেয়ে! মাত্র দুদিনের পরিচয়, অত স্নেহ!—অত ভালবাসা!

(সহসা নেপথ্যে প্রহরী গর্জ্জন করিয়া উঠিল)

প্রহরী। (নেপথ্যে) কোন হ্যায়? ঠারো, ঠারো হিঁয়া।

মোহন। (নেপথ্যে) নেহি উল্লুক! হুসিয়ার।

(লক্ষ্মীবাঈ সহসা চমকিয়া উঠিল। ভীত চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া দ্বারপথে একটু অগ্রসর হইতেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল মোহনলাল)

লক্ষ্মী। কে? কে আপনি?

মোহন। মারাঠার শত্রু।

লক্ষ্মী। মারাঠার শত্রু?

মোহন। হাঁ।

লক্ষ্মী। কিন্তু এখানে কেন? এখানে জেনানা।

মোহন। (সহাস্যে) জেনানা! জেনানা শুধু মারাঠারই আছে? বাঙালীর নেই?

লক্ষ্মী। কি বলছেন আপনি?

মোহন। ভুল বলিনি।

লক্ষ্মী। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মোহন। বুঝবার প্রয়োজন হবে না। আমি এসেছি শুধু মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে বুঝিয়ে দিতে।

লক্ষ্মী। তিনি তো এখানে নেই। যখন থাকবেন, আসবেন আপনি।

মোহন। থাকা না-থাকার প্রশ্ন নাই। আমিও সেদিন ছিলাম না গ্রামে।

লক্ষ্মী। (ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া) কি বলতে চান আপনি? স্পষ্ট ক'রে বলুন।

মোহন। স্পষ্ট ক'রে বলবো? আমি চাই প্রতিশোধ।

লক্ষ্মী। প্রতিশোধ! তাই এই নিভৃত প্রহরে চোরের মত প্রবেশ করেছেন মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে? তাঁরই কন্যা লক্ষ্মীবাঈয়ের সামনে! জীবনের মায়া নেই আপনার? দেউড়ি—দেউড়ি—

মোহন। সে চেষ্টা নিস্ফল হবে। আপনার প্রহরীরা বন্দী।

লক্ষ্মী। বন্দী?

মোহন। হাঁ।

লক্ষ্মী। প্রহরীরা বন্দী হলেও আমি এখনো বন্দী হইনি। সে কথা স্মরণ রাখবেন।

মোহন। স্মরণ আছে বলেই তো আপনার শিবিরে প্রবেশ করেছি সবার আগে।

লক্ষ্মী। কিন্তু সে প্রবেশ তস্করের মত করেছেন। মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত ক'রে যদি কোনদিন লক্ষ্মীবাঈ-এর শিবিরে প্রবেশ করতে পারতেন, লক্ষ্মীবাঈ আপনার পৌরষকে অভিনন্দীত করত; চোখ রাঙিয়ে বিজেতার কন্যাকে বন্দী করা যায় না।

মোহন। যায় কিনা, প্রমাণিত হতে বিলম্ব হবে না।

লক্ষ্মী। তা জানি। কিন্তু তাকে বন্দী করা বলে না। সে অপহরণ, কাপুরুষের বৃত্তি।

মোহন। অপহরণ?

লক্ষ্মী। নিশ্চয়ই।

মোহন। অপহরণ! হোক্ অপহরণ; আমি চাই প্রতিশোধ। যে গ্লানি আর অপমানে আমি জর্জ্জরিত, সেই গ্লানিতে নত করবো ভাস্কর পণ্ডিতের শির। তাকে বুঝিয়ে দেবো, বাঙালী অপমানের প্রতিশোধ নিতে জানে···

লক্ষ্মী। সেই পরিচয় দিবার এই প্রকৃত পথ নয়। বিশেষতঃ আপনার মত তেজস্বী নিষ্ঠাবান যুবককে এইভাবে আত্মহত্যা করতে দেখে, আমার সত্যি অনুকম্পা হয় মোহনলালজী।

(মোহনলাল চমকিত দৃষ্টিতে একবার লক্ষ্মীবাঈ-এর মুখপানে চাহিল। লক্ষ্মীবাঈ-এর সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই লক্ষ্মীবাঈ ঈষৎ হাসিয়া দৃষ্টি নত করিল)

মোহন। মোহনলালজী! আপনি জানেন আমার পরিচয়?

লক্ষ্মী। জানি। আপনি মোহনলাল ঠাকুর। আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। মোহনলাল ঠাকুর ব্যতীত এতখানি দুঃসাহস বাংলায় আর কারো নেই। করুণাদির মুখে সবই শুনেছি। তাই প্রথম দেখেই বুঝলাম, আপনি করুণাদির দাদা।

মোহন। করুণাদি?

লক্ষ্মী। হাঁ, করুণাদি।

মোহন। আপনি চেনেন? চেনেন করুণাকে? আমার ছোটবোন, যাকে বর্গীরা ধরে' এনেছে।

লক্ষ্মী। ভুল করবেন না, মোহনলালজী। আপনার বোনকে মারাঠারা ধরে আনেনি। তিনি যখন বানেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন, ওলন্দাজ বোম্বেটেরা তাঁকে অপহরণ করে। তারপর অবশ্য কয়েকজন মারাঠা পদাতিক তাঁকে ছিনিয়ে আনে। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল কিনা তা জানি না—।

মোহন। করুণা—করুণা এখনও বেঁচে আছে লক্ষ্মীবাঈ?

. লক্ষ্মী। শুধু বেঁচে আছেন তাই নয়। বাবা নিজে তাঁকে পৌছে দিতে গেছেন আপনাদের গ্রামে। যারা তাঁকে মারাঠা শিবিরে ধ'রে এনেছিল, তারা অন্য কোন গর্হিত অপরাধ করেনি। তবুও ভাস্কর পণ্ডিতের আদেশে একজনের হয়েছে প্রাণদণ্ড, অপর দুইজনের গোমুখী নির্য্যাতন।

মোহন। লক্ষ্মীবাঈ !

লক্ষ্মী। যে অপরাধে ছত্রপতি শিবাজী তাঁর একমাত্র বংশধর শম্ভূজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, সে অপরাধ মারাঠারা ক্ষমা করতে জানেনা। তারা লুণ্ঠনকারী দস্যু হলেও, অনাচারী পশু নয়।

মোহন। (নীরব রহিল)

লক্ষ্মী। কি ? হঠাৎ অমন নির্ব্বাক্ হয়ে গেলেন যে ?

মোহন। এ কথা কি সত্য ?

লক্ষ্মী। (সহাস্যে) আপনার কাছে বন্দী হবার ভয়ে মিথ্যা বলাও তো অস্বাভাবিক নয়।

মোহন। না, না, রহস্য করবেন না। আমায় বলুন, করুণা আজও বেঁচে আছে কিনা ?

লক্ষ্মী। তিনি বেঁচে আছেন সত্য। আর এখানে থাকতে আপনার সম্পর্কে যে আশঙ্কা করেছিলেন সেটাও দেখছি মিথ্যে নয়।

মোহন। আশঙ্কা ?

লক্ষ্মী। হাঁ। আপনার জন্যেই সেই আশঙ্কা। হয়তো আপনি ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মরণের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

মোহন। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না লক্ষ্মীবাঈ !

লক্ষ্মী। যারা পুরুষ তারা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাই বলে তস্করের বৃত্তিও তাদের শোভা পায় না। (বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহনলালের পানে চাহিয়া রহিল)

মোহন। আমায় ক্ষমা করুন লক্ষ্মীবাঈ!

লক্ষ্মী। মেয়েদের কাছে ক্ষমা চাওয়াও আপনার মত পুরুষের শোভা পায় না।

মোহন। লক্ষ্মীবাঈ, আপনি পরিহাস করবেন না। আমি ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম। নন্দীগ্রামে ফিরে যখন সংবাদ পেলাম 'করুণাকে মারাঠারা ধ'রে নিয়ে গেছে, আমার রক্তে আগুন জ্বলে' উঠ্‌ল। মনে হ'ল সারা দুনিয়াটা পুড়িয়ে ছারখার করে দিই—

লক্ষ্মী। আর অমনি অসহায় অবস্থায়, একাকী মারাঠা শিবিরে ছুটে এলেন!

মোহন; না লক্ষ্মীবাঈ, আমি অসহায় অবস্থায় আসিনি। মারাটা শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

লক্ষ্মী। বেশ তো। কিন্তু এখানে আর বিলম্ব করবেন না। আমায় নিয়ে যাবেন ব'লে যে শিবিকা সাজিয়ে এনেছিলেন, সেই শিবিকাতেই নিজে ফিরে যান। পিতাজী আসবার আগে ছাউনীর সীমানা ছাড়িয়ে না গেলে—

মোহন। সে বিপদের জন্য ত আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি লক্ষ্মীবাঈ। বলেছি তো আমি একা আসিনি। আমার সঙ্গে আছে নবাবের ফৌজ। নবাবকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি যে, মারাঠাদের বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত করবো।

লক্ষ্মী। তা করবেন। কিন্তু এখন আমার অনুরোধ আপনি রাখুন। আমি করজোড়ে মিনতি করছি, মোহনঠাকুর! আপনি যান, শীঘ্র চলে যান।

মোহন। ওঃ! আচ্ছা, আচ্ছা—তাই হবে। আমি যাচ্ছি—

(প্রস্থানোদ্যত)

লক্ষ্মী। করুণাদিকে আমার কথা বলবেন। যদি আবার কখনো

দেখা হয়, সৌভাগ্য মনে করবো। চিনবার আগে মনের অগোচরে দেখেছিলাম যার মূর্ত্তি, তাঁকে চোখের সামনে দেখা কি কম সৌভাগ্য ?

মোহন। সে সৌভগ্যকে আমিও কম মনে করি না লক্ষ্মীবাঈ ! আচ্ছা আসি তবে ?

লক্ষ্মী। যদি কিছু মনে না করেন—

মোহন। বলুন।

লক্ষ্মী। তাড়িয়ে দিলাম ব'লে ক্ষমা করবেন। আর—আর (একটু ইতস্তত করিয়া) কোন দিন সাক্ষাৎ হবে কিনা ভগবান জানে। (হাতের অঙ্গুরীয় খুলিয়া) রঘুজী ভোঁশলার নামাঙ্কিত এই আংটী শুধু স্মৃতি চিহ্নই নয়, জীবনে অনেক কাজে লাগবে। এই সাঙ্কেতিক দেখালে, কোন মারাঠা আপনার পথ রোধ করবে না।

(অঙ্গুরীয়টি মোহনলালকে উপহার দিয়া পদধূলি লইল)

মোহন। আপনার ঋণ চিরদিন মনে থাকবে।

লক্ষ্মী। সে আমার সৌভাগ্য—(হাসিল)

মোহন। সৌভাগ্য আপনার চেয়ে আমার বেশী।

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সহসা দ্বারপথে আসিতেই বালাজী দণ্ডপাণি আসিয়া মোহনলালের পথ রোধ করিবেন]

বালাজী। (সশব্দে তরবারিখানি কোষ হইতে অর্দ্ধ-মুক্ত করিয়া) কে তুমি ?

(মোহনলাল কোন উত্তর না দিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত অঙ্গুরীয়টি বালাজীর চোখের সামনে ধরিল। বালাজী সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীবাঈ-এর মুখপানে চাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন।)

বালাজী। লক্ষ্মীবাঈ !

লক্ষ্মী। কাকা ! (ক্ষণিকের জন্য মস্তক অবনত করিল)

বালাজী। কে এই যুবক ?

লক্ষ্মী। উনি করুণাদির দাদা মোহনলাল। পিতাজী করুণাদিকে পৌছে দিতে গেছেন, সে খবর পান্নি বলে, ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন।

বালাজী। কিন্তু সুরক্ষিত মারাটা ছাউনির ভিতর প্রবেশ করা কেমন করে সম্ভব হ'ল লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। সে কথা আমি তো বল্তে পারি না কাকা !

বালাজী। হাতে রঘুজী ভোঁসলার সাঙ্কেতিক।

লক্ষ্মী। আমিই দিয়েছি তাঁকে।

বলোজী। লক্ষ্মীবাঈ !

লক্ষ্মী। পাছে—পাছে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরতে না পারেন।

(অবনত মস্তকে পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল)

বালাজী। এই অনুজ্ঞা পণ্ডিতজীর ছিল ?

লক্ষ্মী। না।

বালাজী। হুঁ, শত্রুর হাতে অতবড় অস্ত্র তুলে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি লক্ষ্মীবাঈ।

লক্ষ্মী। শত্রু ?

বালাজী। হাঁ শত্রু। উনি যেই হোন, সশস্ত্র যোদ্ধা। মারাঠার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে শিবিরে প্রবেশ করেছিলেন। ওঁকে নির্ব্বিঘ্নে চলে যাওয়ার সুযোগ না দেওয়াই উচিত ছিল। এবার মারাঠার পরাজয় বোধ হয় অনিবার্য্য।

লক্ষ্মী। কাকা !

বালাজী। যাক্, দেউড়িয়া বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে। আমি ততক্ষণ তাদের মুক্ত ক'রে দিইগে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ কক্ষ। নবাব আলিবর্দ্দী রোগ শয্যায়, পার্শ্বে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেহেরউন্নেসা]

মেহের। (উন্মনাভাবে বাতিদানের ঝালর নাড়িতে নাড়িতে) মতিঝিল! চুণীপান্না-হীরা-জহরতে-গড়া দুনিয়ার বেহেস্ত মতিঝিল আজ শ্মশান হয়েছে। আলিমঞ্জিলও থাকবে না—এবার ভাঙবে এই আলিমঞ্জিল।

আলিবর্দ্দী। মেহেরউন্নেসা!

মেহের। আব্বাজান।

আলি। এ রোগ আর সারবে না, মা।

মেহের। কেন বাবা! তকলিফ কি বেড়েছে?

আলি। দেহের তকলিফ না বাড়লেও, মনের তকলিফ দিন দিন যেন বেড়ে উঠছে মেহের। দীর্ঘ বিরাশী বৎসর ধরে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ আর ঝড়-ঝাপ্টাই সয়েছি। দেহ কঙ্কাল সার হলেও এ শূলবেদনার সঙ্গে আরও কিছুদিন লড়াই করবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাতে তো লাভ নেই মা! এখন মৃত্যুই আমাব বিশ্রাম। তাই মরণকে আর তিলমাত্র ভয় করি না। এখন শুধু ভয় করে—

মেহের। (সযত্নে পিতার মাথায হাত বুলাইতে বুলাইতে) কিসের ভয় করে বাবা?

আলি। ভয়! কিসের ভয জানিস মা। পাছে এই স্থবির কঙ্কাল কবরের ভিতরে গিয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে না পারে।

মেহের। আপনি কি পাগল হলেন আব্বাজান?

আলি। পাগল হইনি মা। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আজ যেন জীবনের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার চোখের সামনে

শরফরাজ খাঁকে হত্যা ক'রে যে দিন বাংলার সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, সেদিন হয়তো অন্তরে শুধু রাজ্য লিপ্সাই ছিল। তারপর এই সুদীর্ঘকাল নানা বিপদ আর বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে তিল তিল ক'রে বাংলাকে লালন পালন করেছি কন্যার মত। আফগান, মারাঠা, পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ—কত দস্যুর উৎপীড়ন বুক পেতে প্রতিরোধ করেছি! কোনদিন বিচলিত হইনি। কিন্তু আজ বিচলিত হচ্ছি শুধু এই ভেবে যে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো সাধের এই গুলবাগিচা শুকিয়ে যাবে। (হঠাৎ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পেট চাপিয়া ধরিলেন)।

মেহের। অকারণ আশঙ্কায় অমন অস্থির হবেন না, বাবা!

আলি। মেহের! শোন মা, এদিকে আয় (মেহের কাছে গেল। ক্ষণেক নীরব হইয়া মেহের-উন্নেসার মুখপানে চাহিয়া. তাহার হাতখানি নিজের বুকে টানিয়া লইলেন) সুবে বাংলার নবাব বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর শেষ ভিক্ষা, সিরাজকে তুই ক্ষমা করিস মা।

মেহের। আব্বাজান!

আলি। মা, আমি জানি, সিরাজ তোর অপমান করেছে। তবুও সে ছেলে। লোকের চোখে নবাব সিরাজদৌলা হলেও তোর কাছে সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু মীরজা মহম্মদ। হোসেন কুলীকে হত্যা করার অপরাধ শুধু ওর একার নয়; তোর বৃদ্ধ পিতাও সে পাপে জড়িত।

মেহের। (চমকিয়া উঠিয়া) মতিঝিলের ঐশ্বর্য্য তাহলে নবাব আলিবর্দ্দীকেও প্রলুব্ধ করেছিল?

আলি। আমায় ভুল বুঝিস না, মেহের।

মেহের। ভুল আমি কাউকে বুঝিনি বাবা। নবাব নওয়াজেস মহম্মদ যাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন, সে সিরাজেরই সহোদর মীরজা ফজলকুলি। ফজলকুলির নাবালক পুত্র মুরাদকে বেওয়ারিস করার লোভ সিরাজেরও শোভা পায় না আব্বাজান। থাক, সে পুরানো

কথা এখন আর কেন? সিরাজের ভবিষ্যৎ যদি কোনদিন অন্ধকার হয় সে হবে নবাব আলিবর্দ্দীর ভুলে; ঘসেটি বেগমের আক্রোশে নয়।

আলি। আমার ভুল?

মেহের। হাঁ, আপনারই ভুল। নবাব সরকারে অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি থাকতে, এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করে, তার হাতে অতখানি ক্ষমতা ন্যস্ত করা কি সমিচীন হয়েছে জাঁহাপনা?

আলি। কিন্তু মা, ওই মোহনলালের বাহুবলেই তো বাংলা আজ মারাঠা-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত।

মেহের। আজ মুক্ত হলেও, ভবিষ্যতে ওর জন্যই জ্বলে উঠবে অশান্তির আগুন। নবাব আলিবর্দ্দীর স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

আলি। একি তোমার অনুমান ঘসেটি?

মেহের। অনুমান হতে পারে, কিন্তু সেটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। রাজা রাজবল্লভের ভাবী জামাতা, ভবিষ্যতে শেঠজী আর রাজা জানকীরামের সহায়তায়, নিজেই বসবেন বাংলার মসনদে।

আলি। রাজা রাজবল্লভের ভাবী জামাতা?

মেহের। সেনাপতি মোহনলাল।

আলি। নবাব নওয়াজেস মহম্মদের বিশ্বস্ত দেওয়ান, তোমার পরম হিতাকাঙ্খী, রাজা রাজবল্লভকেও তুমি অবিশ্বাস কর মেহের?

মেহের। বিশ্বাস! আমি বিশ্বাস কাকেও করি না, জাঁহাপনা। তাই সিরাজের হিতাকাঙ্খার জন্যেই অনুরোধ করি, অন্ততঃ যাবার বেলায় সে ভুল সংশোধন করে যাবেন, আব্বাজান! নইলে, ওই মোহনলালকে কেন্দ্র করেই অদূর ভবিষ্যতে অমাত্যদের ভিতর রাজদ্রোহিতাও অসম্ভব নয়।

আলি। (ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন) ঘসেটি, সত্য বল, গোপন করো না, কেন এই আশঙ্কা তোমার?

মেহের। আশঙ্কা যে কেন, তা আমার চেয়ে নবাব আলিবর্দ্দীই ভালো বুঝবেন। ভেবে দেখবেন জাঁহাপনা। সে ভুল সংশোধনের সময় এখনো আছে। (প্রস্থানোদ্যত)

আলি। (ব্যগ্রতার সহিত) মেহের—মেহের—মেহের-উন্নেসা!

মেহের। (ফিরিয়া) বিশ্রাম করুন আপনি! (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সদম্ভে নিষ্ক্রামণ)

আলি। মেহের উন্নেসা!—ভুল? নবাব আলিবর্দ্দীর ভুল! না না অসম্ভব। দীর্ঘ বিরাশী বৎসরের অভিজ্ঞতায় আলিবর্দ্দী অন্ততঃ শিখেছে মানুষ চিনতে। মোহনলাল বীর। (উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিলেন) সিরাজ! সিরাজ! (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) যারা বীর, তারা কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না (উত্তেজনার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা যন্ত্রণা কাতরভাবে হৃদপিণ্ড চাপিয়া ধরিলেন) সিরাজ, সিরাজ—

ক্ষিপ্রপদে সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। দাদু—দাদু—(তাড়াতাড়ি নবাবকে ধরিয়া ফেলিলেন সিরাজকে অবলম্বন করিয়া নবাব উত্তেজনার বেগ কতকটা সামলাইয়া লইলেন।)

আলি। আয়, দাদু আয়। (হাঁপাইতে লাগিলেন)

সিরাজ। অমন করছ কেন দাদু?

আলি। না, আর করব না (ধীরে ধীরে শয্যা গ্রহণ করিলেন) সারা দুনিয়া যদি বলে—আলিবর্দ্দী ভুল করেছে, তবুও আমি মানবো না।

সিরাজ। কিসের ভুল দাদু সাহেব?

আলি। কিছু নয় ভাই। খোদাতালা যে ভার তোমার মাথায় তুলে দিয়েছেন, সে ভার বহন করতে যেন কোনদিন কুণ্ঠিত হয়ো না।

সিরাজ। কুণ্ঠিত কোনদিন হব না দাদু। তবে এতদিন যে সাহস

ছিল, আজ যেন সে সাহস আমার ফুরিয়ে যাচ্ছে। (অশ্রুভারাক্রান্ত হইলেন)

আলি। (সিরাজের মাথায় হাত রাখিলেন) দাদু,—(কুর্ণিশ করিতে করিতে মীরজাফর, মাণিকচাঁদ, আলিহোসেন ও উমিচাঁদ প্রবেশ করিলেন। নবাব মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অভিবাদন করিলেন।) জাফর আলি, মাণিক চাঁদ, আলিসাহেব, চাঁদমিঞা, এসো ভাই।

অমাত্যগণ। বন্দেগী জাঁহাপনা।

(সসম্মানে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন)

আলিবর্দ্দী। জাফর আলি!

মীরজাফর। জনাব!

আলি। তুমি শুধু নবাব সরকারের হিতাকাঙ্খী অমাত্যই নও, আমার পরম আত্মীয়; এই বৃদ্ধের একমাত্র স্নেহের দুলাল সিরাজের অভিভাবক। তুমিই ওকে উপদেশ দিয়ে পরিচালিত করো। সিরাজ ছেলেমানুষ! যদি কখনও ভুল করে, কোন অন্যায় করে, তাকে শাসন করো, তিরস্কার করো, কিন্তু ত্যাগ করো না ভাই!

মীরজা। সে কথা নতুন করে আমায় বলতে হবে না জাঁহাপনা—আমি ধর্ম্মের নামে শপথ করেছি।

আলি। সবই জানি জাফর আলি, তবুও মন মানে না। সংসারে এতকাল শুধু এই বালকের মুখ চেয়েই আমি সব করে এসেছি। এই বালক—এই আমার সিরাজ যদি কখনো—(যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িলেন।)

সিরাজ। (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) দাদু সাহেব! দাদু সাহেব—

আলি। কাঁদিসনে দাদু। দীন দুনিয়ার মালেক খোদাতালা রক্ষা করবেন। নইলে, এত বড় দুঃসময়ে অমন হিতকারী বন্ধু মোহনলালকে তিনি তোমার পাশে এনে দেবেন কেন?

মীরজা। (ক্রূর হাসির সঙ্গে) নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

(সিরাজ সহসা মীরজাফরের মুখপানে চাহিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন)

আলি হো। সিপাহসালার আর যাই হোন ওঁর উদারতার তুলনা নাই।

মাণিক। আপনি থামুন, আলিসাহেব।

আলিহোসেন। যে আজ্ঞে মনসবদার; (সেলাম করিয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল)

আলি। মোহনলাল যে বীরত্বের সঙ্গে বর্গীদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করেছে, তেমন বীরত্ব আমি খুব কম বাঙালীরই দেখেছি জাফরআলি। তাই, তাই তাকে আমি ফতেপুর পরগণা জায়গীর দিয়ে, পাঁচহাজারী মনসবদারের সম্মান দিয়েছি। আর, আজ হতে দিলাম রাজা খেতাব।

ঊর্মি। খেতাব যোগ্যপাত্রেই অর্পন করেছেন জাঁহাপনা।

মীরজা। ভালই করেছেন জাঁহাপনা। কিন্তু একজন দরিদ্র যুবককে হঠাৎ রাজা খেতাব দিয়ে—

আলি। তুমি আশঙ্কা করছো, হয়তো তার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যাবে। কিন্তু তোমার মিথ্যা আশঙ্কা সিপাহসালার। অমন নির্লোভ তেজস্বী যুবকের মেজাজ বিগ্‌ড়ে দেবার মত খেতাব নবাব সরকারের চল্‌তি সনদে নাই। তার পরিচয় একদিন আপনা থেকেই পাবে।

(একটু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। সহসা বক্ষ চাপিয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলেন)

ঊর্মি। উঠবেন না, উঠবেন না শাহানশা।

সিরাজ। (ব্যস্ততার সহিত নবাবকে ধরিয়া) উঠবার চেষ্টা ক'রো না দাদু।

আলি। না দাদু! (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আর উঠবার চেষ্টা করবো না। আঃ! এবার আমি শান্তিতে ঘুমাবো। সিপাহসালার,

সে ঘুম আমার ভাঙাবে না তো ভাই ? (ব্যগ্রভাবে মীরজাফরের দিকে হাত বাড়াইলেন।)

মীরজা। সেলাম ওয়ালেকুম জাঁহাপনা। আপনার শান্তির কোনদিন বিঘ্ন হবে না।

উমি। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌!

আলি। মাণিক চাঁদ—

মাণিক। আপনি নিশ্চিন্ত হোন খোদাবন্দ।

(সকলে মস্তক নত করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন)

আলি। আলিহোসেন! তুমি সিরাজের পাশে পাশে থেকে তাকে অসৎ পথ থেকে রক্ষা করো ভাই। দেখো, এই অসহায় বালক যেন খেয়ালখুসীতে কখনো এই বিরাট সমুদ্রে নৌকাডুবি করে না বসে।

আলিহোসেন। জীবন থাকতে এ বান্দা কোনদিন নেমকহারামী করবে না জাঁহাপনা।

উমি। আমরা সবাই জান্‌ দিয়ে নবাবের তাঁবেদারি করবো জনাব।

আলি। আমার বড় সাধের গুলবাগিচা—আমার বড় সাধের সোনার বাংলার গুলবাগিচা—

সিরাজ। সিরাজ বেঁচে থাকতে কোনদিন তোমার এ গুলবাগিচা শুকিয়ে যাবে না দাদু। যে বাংলাকে তুমি জীবনের অধিক ভালবেসেছ সেই বাংলার বনিয়াদ জীবন থাকতে ভেঙে পড়তে দেবো না। আমিও ভালবাসবো—ঠিক তোমার মতই ভালবাসবো বাংলাকে।

আলি। তোমরা সবাই আশ্বাস দিচ্ছ, সবাই আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ। কিন্তু তবু কেন জানি না, আজ জীবনের অস্তাচলে পা বাড়িয়ে পিছনে দেখছি কেবলি অন্ধকার! কি বিরাট অতলস্পর্শ অন্ধকার! ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। সিরাজ, দাদু! এদিকে আয় তো ভাই। সিপাহসালার, (মীরজাফরের দিকে হাত বাড়াইয়া) সিপাহসালার,

তাই, বন্ধু, দেখো যেন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর এই গচ্ছিত ধন সে-অন্ধকারে হারিয়ে না যায়। (কম্পিত হস্তে মীরজাফরের হাতে সিরাজের হাতখানি তুলিয়া দিলেন।)

মীরজা। উতলা হবেন না জাঁহাপনা! আমি আল্লার শপথ করছি, জীবন থাকতে সিরাজকে কখনো বিব্রত হতে দেবো না।

উমি। স্থিরচিত্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের চেষ্টা করুন জাঁহাপনা, অসুস্থতা আপনিই কমে যাবে। চলুন মনসবদার। জাঁহাপনা যাতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করুন নবাব।

মীরজা। নিশ্চয়ই! আসি তাহলে জাঁহাপনা?

(কুর্ণিশ করিয়া মীরজাফর, উমিচাঁদ ও মাণিকচাঁদের প্রস্থান)

আলিহোসেন। সিপাহসালারের করুণার সীমা পরিসীমা নাই। নবাবের হিতৈষী অমাত্য!

সিরাজ। থামো আলিহোসেন!

আলি-হো। শুধু আমি নই, সবাইকেই থামতে হবে জাঁহাপনা। কলকাঠি যখন নড়বে, তখন সবই থেমে যাবে। কিন্তু বাবা, সাপেরও রোজা আছে। আজ না হয়, দুদিন পরেও মাথায় ঈশের মূল ঠেক্‌বে; আর বাছাধন তখন সুড় সুড় করে গর্ত্তে সেঁধোতে পথ পাবে না।

সিরাজ। কি বল্‌ছ তুমি আলিহোসেন!

আলিবর্দ্দী। ঠিকই বলছে দাদু। কিন্তু কি করবো, উপায় নাই। তাই বলছি দাদু, বিশ্বাস যখন করতেই হবে, সর্ব্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস ক'রো।

সিরাজ। তাই করবো দাদু, তোমার কথার কখনও অন্যথা হবে না।

কুর্ণিশ করিয়া মোহনলালের প্রবেশ

আলিবর্দ্দী। কে?

মোহন। বান্দা মোহনলাল, শাহানশা।

আলি। বান্দা নয়, বান্দা নয়, আজ থেকে তুমি রাজা মোহনলাল।

মোহন। লাখো সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা।

আলি। রাজা! লুণ্ঠনকারী বর্গীদের তুমি বাংলার সীমানা থেকে তাড়িয়েছ। শুধু বাকী আছে আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ভাস্কর পণ্ডিতকে মহারাষ্ট্রে ফিরে যেতে দেবো না। ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে হোক্ তাকে হত্যা করবো। যদি দরকার হয়, গুপ্তহত্যা করেও—

মোহন। গুপ্তহত্যা!

আলি। হাঁ, গুপ্তহত্যা। জানো রাজা, সালিয়ানা বারো লক্ষ টাকা তাদের সেলামী দিতে হয়েছে।

মোহন। গোস্তাকি মাপ করবেন জাঁহাপনা। ভিখারীকে রাজার সম্মান দিয়ে জাঁহাপনা মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের বিনিময়েও এ দীন অস্ত্র কলঙ্কিত করতে পারবে না জনাব।

আলি। জানি সেনাপতি। সে অনুরোধ তোমায় করবো না। কিন্তু আলিবর্দ্দীর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না। আমি তার জন্য ব্যবস্থা করে যাবো। তোমায় শুধু অনুরোধ, ইংরেজ আর ফরাসী বণিকদের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখো। ওরা যেন কোন দিন প্রবল হয়ে না ওঠে।

মোহন। কর্ত্তব্যপালনে বান্দা কোন দিনই পশ্চাৎপদ হবে না জাঁহাপনা।

আলি। আমার আশঙ্কা, ওরাই হবে সিরাজের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওরা স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য করুক, তাতে কোন আপত্তি নাই। কাশিমবাজারে যখন কুঠী তৈরী করে, তখন আমি বাধা দিইনি। কিন্তু এবার ইংরেজ কোম্পানী কলকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ করে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় রত হয়েছে। ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পরেই ওরা বাংলার সিংহাসন আক্রমণ করে বসবে।

মোহন। বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানীর যদি অতখানি দুঃসাহস হয়, তাহলে জাঁহাপনার আদেশ পেলে, মোহনলাল তার পূর্ব্বেই ঐ কোম্পানীর দুর্গের ইমারত ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। ইংরেজ কোম্পানীর কেল্লার ওপর দিয়ে গঙ্গার জোয়ার বয়ে যাবে।

আলি। পারবে? পারবে, রাজা মোহনলাল?

মোহন। মোহনলাল সে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত জাঁহাপনা। ইংরেজ কোম্পানীকে সে জানিয়ে দেবে যে, সাতসাগর পার হয়ে বেনিয়াগিরি করতে এসে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করা চলে না। বাংলার হাতিয়ারে এখনও প্রচুর ইস্পাত আছে।

আলি। তাই করো সেনাপতি। ওদের কেল্লা ভেঙে দিয়ে, কুঠি দখল করে নিও। (উৎফুল্ল হইয়া) নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি তুমি। মরবার বেলায় এ আশ্বাস দিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করেছ রাজা।

(নেপথ্যে সেলিনা বেগমের গান শোনা গেল)

গান। গহন আঁধার তলে
নিবিল দিনের শিখা।

আলি। (উৎকর্ণ হইয়া) কে কাঁদে প্রাসাদের দ্বারে? (ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন) কে কাঁদে?

সিরাজ। আলিহোসেন, দেখ তো। হয়ত লুৎফার নূতন সঙ্গিনী সেই সেলিনা বেগম।

আহি-হো। জো হুকুম জনাব। (দ্বারপথে অগ্রসর হইল)

মোহন। সেলিনা বেগম!

সিরাজ। হাঁ, সেলিনা বেগম। অদ্ভুত মেয়ে! যেমন বুদ্ধি তেমনি ওর নির্ভীকতা। বর্গীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে, সমাজ ওকে স্থান দেয়নি। ওর দুঃখে দরদী হয়ে লুৎফা আশ্রয় দিয়েছে নিজের হারেমে।

অলি-হো। (ফিরিয়া আসিল) বেগম সাহেবার সঙ্গে সেই নূতন বেগম সাহেবা এই দিকেই আসছেন জাঁহাপনা।

(মোহনলাল ও আলিহোসেন পশ্চাদপসরণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। সিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

লুৎফাসহ সেলিনার প্রবেশ

লুৎফা। কেমন আছেন ভাই সাহেব?

আলিবর্দ্দী। আয়—আয় দিদি! তোরা বোস্ আমার কাছে। এইখানে—ঠিক আমার চোখের সাম্‌নে। বোস্ দিদি, বোস্। গা তো দিদি, যে গান গাইছিলি। অমনি সকরুণ গান শুনতে আজ আমার বড় সাধ যায়।

সেলিনা। গান

গহন আঁধার তলে
নিবিল দিনের শিখা।
স্বপনের বালুচরে মিলালো যে মরীচিকা
কাঁদিছে নিরালা রাত্তি, চাতক কাঁদিছে দূরে ;
তৃষিতা ধরণী কাঁদে বেদনা-করুণ সুরে।
ধূসর গগন তলে
সাঁঝের তারাটি জ্বলে,
অস্তাচলের দেউলে কাঁপিছে মরণ অপলাষিকা।

আলি। (গানের শেষে) 'অস্তাচলের দেউলে কাঁপিছে মরণ অপলাষিকা।' মৃত্যু—! হাঁ, মৃত্যুর ছায়া, কেঁপে কেঁপে উঠছে! আমি—আমি দেখতে পাচ্ছি—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

(সহসা উঠিবার চেষ্টা করিতেই শ্বাস বৃদ্ধি পাইল। অস্থির হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন)

সিরাজ। (ব্যস্ততার সঙ্গে) দাদু! (ঝুঁকিয়া পড়িলেন)

লুৎফা। ভাই সাহেব,—জনাব—

সেলিনা। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি যাই, হেকিম সাহেবকে খবর দিয়ে আসি।

আলি। না—না, আর হেকিম সাহেব নয়। আঃ (চোখ মেলিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন। হাতখানি সিরাজের মাথায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া) ভয় করিসনে দাদু। বাংলার হাতিয়ারে এখনও ইস্পাত আছে।

সেলিনা। নবাব সাহেব। (নতজানু হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিল)

আলি। না—না,—পিছু ডেকো না। লুৎফা, সেলিনা, তোমরা সবাই রইলে, সিরাজ—আমার সিরাজকে দেখো তোমরা। (সহসা অস্থিরভাবে বুক চাপিয়া ধরিলেন) আর—আর, না—না, দীন দুনিয়ার মালেক! সিরাজ—সি-রা-জ—(দেহ স্থির হইয়া গেল।)

সিরাজ। দাদু, দাদু,—তোমার আদরের সিরাজকে ফেলে, এত সাধের সোণার বাংলাকে ফেলে, তুমি কোথায় চল্‌লে দাদু?

(আলিবর্দ্দীর বুকের উপর মাথা রাখিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

[পশ্চাতে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। দুর্গের এক অংশ কামানের গোলায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দুর্গ প্রাচীরের অপরাংশে মোহনলাল দাঁড়াইয়া সৈন্যদের আদেশ দিতেছেন। কেল্লার ভিতর হইতে সৈন্যদের কোলাহল শোনা যাইতেছে। তাহারা কেল্লায় প্রবেশ করিয়াছে। অন্তরাল হইতে কামানের শব্দ আসিতেছে। সম্মুখভাগ ধূমাচ্ছন্ন। কামান গর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই মোহনলাল আদেশ দিলেন]

মোহন। কেল্লা দখল করো। লুট করো। কামানের গোলায় ভেঙে চুরমার করো। যাও কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করো।

(কামান গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ধূমাচ্ছন্ন হইল এবং সৈন্যগণ কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিল।)

স্পর্দ্ধার সীমা থাকা উচিত। নবাব সরকার অনুগ্রহ ক'রে আশ্রয় দিয়েছেন বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এতদূর সাহস!

নেপথ্যে মীরজা। সেনাপতি! রাজা মোহনলাল! সেনাপতি, রাজা মোহনলাল!

মীরজাফরের প্রবেশ

মোহন। সিপাহসালার! (সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

মীরজা। রাজা মোহনলাল শীঘ্র যুদ্ধ বন্ধ করুন।

মোহন। জনাব! (সানুনয় দৃষ্টিতে চাহিলেন)

মীরজা। না—না এ লোকক্ষয় এ ধ্বংসলীলা বন্ধ করুন রাজা। আপনার রণকৌশল প্রশংসনীয় হলেও, এ যুদ্ধ আমি সমর্থন করি না।

মোহন। কোম্পানী নবাবের শাসন মানতে রাজী নয়, জনাব।

মীরজা। মানতে না চায়, তার অন্য প্রতিবিধান করুন সেনাপতি। এ ভাবে ধ্বংস করবেন না। রাজা মোহনলাল! নবাব সিরাজদ্দৌলার জননী আমিনা বেগমের আদেশ, শুধু আদেশ নয়, তাঁর অনুরোধ, কোম্পানীর সাহেবদের উপর যেন কোন উৎপীড়ন না হয়। তারা নবাবের আশ্রিত বিদেশী বণিক। আহা-হা! সুদূর সাগর পার হ'তে এসেছে এ দেশে বাণিজ্য করতে।

মোহন। যে আজ্ঞা জনাব। (শ্বেতপতাকা তুলিলেন)

(মীরজাফর প্রস্থানোদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন)

মীরজা। এ কথা স্মরণ রাখবেন সেনাপতি, অপচয় করবার মত

গোলা-বারুদ আর ফৌজের প্রাচুর্য্য নবাবের নেই। রাজ্যশাসন ছেলেখেলা নয়। অপচয়ের খেসারৎ নবাবকেও রেয়াৎ করবে না।

মোহন। (বিস্মিতভাবে) অপচয় ?

মীরজা। হাঁ—হাঁ, অপচয়। এই তিন দিন আপনারা যে সৈন্তক্ষয় আর গোলা-বারুদ নষ্ট করেছেন, তা আমি অকারণ মনে করি।

মোহন। সে কথা নবাবকে জানাবেন।

মীরজা। প্রয়োজন হয়, আপনিই জানাবেন, রাজা। সিপাহসালার জাফর আলি আপনার নবাবের মুখাপেক্ষী নয়।

(রাগত ভাবে স্থান ত্যাগ করিলেন)

মোহন। সুবে বাংলার নবাব কে ? সিপাহসালার মীরজাফর,—না নবাব আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজ ?

(উত্তর দিতে দিতে আলিহোসেনের প্রবেশ)

আলি-হো। (দৃঢ় কণ্ঠে) নবাব আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজ।

মোহন। পুরন্দর !

আলি। চুপ, পুরন্দর নয়, আলিহোসেন।

মোহন। আলিহোসেন, বল্‌তে পার ভাই, মীরজাফরের এরূপ মনোভাবের কারণ ?

আলি। দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ।

(সহকারী সেনাপতি শান্তশীলের প্রবেশ)

শান্ত। সেনাপতি ! একশো-ছেচল্লিশ জন ইংরেজ সৈনিক অবরুদ্ধ। কোম্পানীর প্রতিনিধি মিষ্টার হলওয়েল বন্দী।

মোহন। (উল্লসিত হইয়া উঠিলেন) হলওয়েল বন্দী ? হলওয়েল, হলওয়েল ! হাঁ, মিষ্টার ড্রেক কোথায় ? ড্রেক ?

শান্ত। ড্রেক তাঁর অনুচরদের নিয়ে ফল্‌তা থেকে মাদ্রাজের পথে পালিয়েছেন।

মোহন। পালিয়েছে? হাঃ হাঃ—যে প্রাণভয়ে পালিয়েছে, তাকে পালিয়ে বাঁচতে দাও। মিষ্টার হলওয়েলকে হাজির কর।

(শান্তশালের প্রস্থান)

মোহন। (চিন্তিত ভাবে) আলিহোসেন, সিপাহসালার কি নবাবকে আমিনা বেগমের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন?

আলি। না। নবাবের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেন নি। যেমন ঝড়ের মত এসেছিলেন, তেমনি ঝড়ের মত ফিরলেন রাজধানীর পথে।

মোহন। হুঁ। নবাব কোথায় আলি?

আলি। তিনি বোধ হয় এতক্ষণ সৈন্যদের নিয়ে কোম্পানীর ধনাগারে প্রবেশ করেছেন।

মোহন। শোন আলিহোসেন, মিঃ হলওয়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া হবার আগে, তুমি নবাবকে এ সংবাদ জানিয়ে এস।

আলি। হাঁ—আমি যাচ্ছি। (অর্দ্ধ পথে গিয়া)—নবাব না আসা পর্য্যন্ত মিঃ হলওয়েলকে মুক্তি দিও না যেন।

মোহন। সিপাহসালার এ যুদ্ধ সমর্থন করেন না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী যেভাবে দুর্গ নির্ম্মাণ করে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল, তাতে বাংলার সিংহাসন কবলিত হতে মোটেই বিলম্ব হত না। অথচ এমনি বিচিত্র যে, সিপাহসালার নবাবের একজন হিতৈষী অভিভাবক।

(দেওয়ান মাণিকচাঁদ ও তাহার পশ্চাতে দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর মাঝখানে মিষ্টার হলওয়েলের প্রবেশ)

মাণিক। (অভিবাদন করিয়া) সেনাপতি, মিষ্টার হলওয়েল।

হল। Good morning General! I surrender to the Nawab.

মোহন। মিষ্টার হলওয়েল, যে কারণে নবাব কাশিমবাজার কুঠি দখল করেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই বাধ্য হয়েছেন আপনাদের

কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করতে। বাণিজ্য করবার অবাধ অধিকার কোম্পানী পেয়েছিল, কিন্তু মিষ্টার ড্রেক সে অধিকারের অপব্যবহার করেছেন।

হল। General !

মোহন। পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আপনারা কলকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ করে ফৌজ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ সিপাই আর গোলাবারুদ আমদানি করে নবাবের এলাকায় পণ্টন জমায়েৎ করেছেন। এ সব অপরাধ নয় ?

হল। Am I to explain the conduct of Mr. Drake ? তবে এ কথা হামি বলিটে পারে যে, ইংরেজ কোম্পানীর গোলাবারুডে নবাবের কোন অনিষ্ট করিটো না।

মোহন। তা না করতে পারে ! কিন্তু যেখানে আপনারা আশ্রিত ব্যবসায়ী, সেখানে সৈন্য সমাবেশ বা সে-দেশের শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপের চেষ্টা, নিশ্চয়ই আপনাদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। নবাব স্বেচ্ছায় বাণিজ্যের যে অধিকার দিয়েছিলেন, বিরুদ্ধাচণ না করলে তিনি কোন দিনই তা প্রত্যাহার করতেন না।

মাণিক। ফলে ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ ভেবে দেখবার চেষ্টা করবেন, মিষ্টার হলওয়েল।

হল। হামি জানে, হামাডের বহুট ক্ষটি হইল। Our firms and godowns are looted by your soldiers; হামাডের সমুডায় দোকান-পাট হাপনার সিপাহীরা লুট করিল। Hundred and forty six Britishers are arrested. They're all being damned, imprisoned in a dungeon. সমুডায় ইংরেজ বণ্ডীকে অন্ধকার কূপের ভিটর আটক ঠাকিটে হইল।

মোহন। দেওয়ান মাণিকচাঁদ, একি সত্য ? (মাণিক চাঁদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন)

মাণিক। না, সংবাদ সত্য নয় রাজা! (হলওয়েলের প্রতি) আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন মিঃ হলওয়েল। আমি তাদের থাকবার সুব্যবস্থা করেছি। ইচ্ছা হয়, আপনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তবে, তারা সকলেই যুদ্ধে আহত।

হল। Would his Excellency not consider the circumstances now? একবার হামাডের বিষয়-বিবেচনা করা হইবে না?

মোহন। এতে নূতন করে বিবেচনা করবার কিছুই নেই মিঃ হলওয়েল। আপনারা যদি কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়ে নবাবের শাসনতন্ত্রের অবমাননা না করতেন, তা হ'লে অবস্থা এতখানি জটিল হ'য়ে উঠত না। এমন কি, নবাবের ব্যক্তিগত অনুরোধও আপনারা অগ্রাহ্য করেছেন।

মাণিক। ওঁরা ভাবতেই পারেননি যে, নবাবের শক্তি তিন দিনে ওই উইলিয়ম দুর্গ বিধ্বস্ত ক'রে ইংরেজদের বন্দী করবে। সাত শো গোলন্দাজ সিপাই আর তিনশো ইংরেজ সৈনিক নিয়ে, ওঁরা ভেবেছিলেন নবাবকে বিব্রত করে তুলবেন।

হল। That's not the fact, Dewan Bahadur! কৃষ্ণডাসের বিপডে হামিলোক বিচলিট হইয়াছিল। টাই—

মোহন। নবাব চেয়েছিলেন কৃষ্ণদাসের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে। কৃষ্ণদাস বিদ্রোহী। যদিও সে বিদ্রোহের মূল কারণ নবাবের পক্ষেও সম্মানজনক নয়। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

হল। টবে হাপনি কেন ইংরেজকে এই অপরাঢের জন্ড ডোষারোপ করেন রাজা বাহাডুর? নবাব যডি কাশিমবাজার কোঠি ডখল করিয়া না নিটেন, মিঃ ডেক কখনই অটডুর অগ্রসর হইট না। However, হামরা এখন নবাবের শরণাপন্ন। টিনি সুবিবেচনা ষাহ

মনে করিবেন, আমরা টাহাই মানিয়া লইবে। We ask for the Nawab's favour again.

মোহন। উত্তম। আপনি সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, যে সর্ত্তে বাণিজ্য করতে প্রস্তুত, তার মুসাবিদা দাখিল করুন। দিল্লীর সনদ অনুসারে বাংলায় বাণিজ্যের অধিকার দিতে নবাবের কোন আপত্তি নাই। তবে শাসনতন্ত্র-বিরোধী কোন অন্যায় আবদার নবাব কিছুতেই সহ্য করবেন না।

হল। Many thanks, Raja Bahadur! This favour will ever be borne in mind.

(কুর্ণিশ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন ও পুনরায় অগ্রসর হইয়া মোহনলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন)

হল। But, হামিলোক কখন বণ্ডীদের মুক্তি আশা করিটে পারে?

(মোহনলাল মাণিকচাঁদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন)

মাণিক। আপনাদের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হ'লেই বন্দীদের মুক্ত করা হবে, মিষ্টার হলওয়েল।

(নেপথ্যে প্রহরীগণ)

"নবাব নাজিম মনসুর-উল্-মুল্‌ক শাহকুলি খাঁ মিরজা মহম্মদ সিরাজদ্দৌলা হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর" (সিরাজদ্দৌলার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সসম্মানে অভিবাদন করিলেন)

সিরাজ। দুর্গের ধনাগারে মাত্র পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মজুত আছে। আমার বিশ্বাস, হলওয়েল সাহেবের নিশ্চয়ই অজানা নয়, কোম্পানীর অন্যান্য অর্থ কোথায়। অথবা দুর্গের ধনরত্ন তুমি নিজেই অপসারিত করেছ সাহেব! দেওয়ান মাণিকচাঁদ, ওকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন।

মাণিক। যো হুকুম জাঁহাপনা।

মোহন। মাপ করবেন মনসুর-উল্-মুল্ক। আমি মিঃ হলওয়েলকে মুক্তি দিয়েছি। তিনি নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

সিরাজ। কিন্তু আমি ওদের বিশ্বাস করি না রাজা। ওরা সব পারে।

মোহন। বেশ, নবাবের অনুজ্ঞা মতেই কাজ হোক্। ফলাফলের জন্য মোহনলাল দায়ী নয়, জাঁহাপনা।

সিরাজ। ক্ষুব্ধ হবেন না সেনাপতি, নবাব কোনদিনই রাজা মোহনলালের অবমাননা করবে না। যাও, হলওয়েল সাহেব! সেনাপতির আদেশ অনুসারে তোমরা চুক্তিপত্র প্রস্তুত কর।

মোহন। আদেশ সেনাপতির নয়, শাহান্শা। দুর্গে প্রবেশ করবার আগে, জাঁহাপনা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, গোলাম তা-ই জানিয়েছে মাত্র।

সিরাজ। (মোহনলালের প্রতি) নবাবের গোলাম নন সেনাপতি, আপনি তার হিতৈষী বন্ধু, দুর্দিনের সহায়! আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, কাশিমবাজার কুঠি দখল করবার পর যদি কলকাতা অবরোধ না করতাম, তা হ'লে এর মূল উচ্ছেদ আর কোনদিনই সম্ভব হ'ত না। সিপাহসালার, শেঠজি, রায় দুর্লভ—এরা সকলেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আপনি নবাবের সুযোগ্য সেনাপতি; আপনার চোখে কেউ ধূলো দিতে পারেনি।

(মোহনলাল কুর্নিশ করিল)

যাও হলওয়েল, আমার আর কোন বক্তব্য নাই। তোমাদের বাণিজ্যে আমি বাধা দিতে চাই না। আমি চাই, নবাবের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে তোমরা কারবার কর। নবাব সরকার চিরদিন পৃষ্ঠপোষকতাই করবে।

হল। So kind of your Excellency! হামি এই প্রতিশ্রুটি

নবাব বাহাদুরকে দিচ্ছে যে, the English traders—ইংরেজ বণিকেরা কোন দিন তাঁহার অবাধ্যতা করিবে না। নবাবের আদেশ সকল দিন—সকল সময় মানিয়া চলিবে। (কুর্নিশ করিলেন)

সিরাজ। দেওয়ান মাণিকচাঁদ, সাহেবকে কুঠিতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, আপনি কলকাতাবাসীদের জানিয়ে দেবেন যে, আজ হ'তে কলকাতার নাম হবে আলিনগর। সুতানটী এবং গোবিন্দপুর ওই আলিনগর নামেই অভিহিত হবে।

মাণিক। যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা।

(কুর্নিশ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে মোহনলাল ও নবাব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সিরাজ। রাজা, আপনি বাংলার সিংহাসন নিরাপদ করেছেন। ফরাসী আর ওলন্দাজদের আমি ভয় করি না। ওরা কোন দিনই শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না। এখন আমার আশঙ্কা শুধু সওকৎজঙ্গের জন্য। ঘসেটি বেগমের সহায়তায়, সে একদিন না একদিন বাংলা আক্রমণ করবেই। আমাদের দৃষ্টি যখন নিবদ্ধ থাকবে এইদিকে, সেই সুযোগে সে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হবে। মুর্শিদাবাদকে পুর্ণিয়ার অন্তর্ভুক্ত করবার সনদ, সে বাদশাহের কাছ থেকে পূর্ব্বেই সংগ্রহ করেছে।

মোহন। সময় থাকতে শত্রু নির্ম্মূল করাই ভাল, জাঁহাপনা।

সিরাজ। তা যদি হয়, তা হ'লে পূর্ণিয়া বিজয়ের ভার দিলাম আপনার হাতে! বাংলাকে শত্রুহীন করতে যা করা উচিত, তা আপনিই করবেন রাজা।

সহসা প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। (কুর্নিশ করিয়া) জাঁহাপনা! কোতোয়াল খবর পাঠিয়েছেন, কৃষ্ণদাস বন্দী হয়েছে।

সিরাজ। কৃষ্ণদাস! কৃষ্ণদাস বন্দী হয়েছে? (কোষ হইতে তরবারি অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া) রাজা রাজবল্লভের প্রিয়তম পুত্র কৃষ্ণদাস! (উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন) প্রকাশ্য দরবারে আমি তাকে উলঙ্গ ক'রে চাবুক মারব। রাজদ্রোহী প্রজা—সে চায় নবাবকে অপদস্থ করতে! যাও প্রহরী, কোতোয়ালকে আদেশ জানাও—তাকে এইখানে হাজির করতে।

মোহন। নবাব! বিস্মৃত হবেন না, আপনি সুবে বাংলার অধিপতি নবাব মনসুর-উল্-মুল্ক। বয়সে তরুণ হলেও, দায়িত্বের গুরুভার আপনার মাথায়।

সিরাজ। রাজা!

মোহন। বারাঙ্গনার বিলাস-ঈর্ষায় নিজেকে কলুষিত করবার প্রবৃত্তি আপনার শোভা পায় না।

সিরাজ। (লজ্জায় মস্তক নত করিলেন) সেনাপতি! আমায় ক্ষমা করুন।

শান্তশীলের প্রবেশ

শান্ত। (তরবারী অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া সামরিক প্রথায় নবাবকে অভিবাদন করিল)

সিরাজ। কি সংবাদ, সহকারী সেনাপতি?

শান্ত। হুগলী থেকে মহারাজ নন্দকুমার সংবাদ পাঠিয়েছেন, মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত, মানকর থেকে নাগপুরে ফিরবার পথে, গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

(নবাবের হাতে মহারাজের পত্র দিলেন। সংবাদ শোনা মাত্র নবাব অতিশয় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। মোহনলাল সহসা চমকিয়া উঠিলেন)

সিরাজ। দস্যু-সর্দার নিহত? ঠিক জানো, ঠিক জানো শান্তশীল,

বাংলার চিরশত্রু সেই ভাস্কর পণ্ডিত নিহত? (উল্লসিত হইয়া উঠিলেন)

শান্ত। সংবাদ সঠিক, জাঁহাপনা।

মোহন। নবাব আলিবর্দ্দী! এমনি করে প্রতিহিংসা সফল করলে জনাব! মৃত্যুর ওপার হতেও তুমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে বিস্মৃত হ'লে না! (চিন্তিতভাবে মস্তক নত করিল)

সিরাজ। সিরাজও পালন করবে তার প্রতিজ্ঞা। সিরাজও বিস্মৃত হবে না যে, কৃষ্ণদাস তার পরম শত্রু। নবাব আলিবর্দ্দীর শিক্ষা, শত্রুকে করব না ক্ষমা। এই মুহূর্ত্তে যদি তাকে একবার সাম্‌নে পাই, তা হ'লে এমন শাস্তি দেব—(অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।)

(কোতোয়াল ও কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস হাজির, জাঁহাপনা। কৃতকর্ম্মের জন্য আজ সে অনুতপ্ত; নবাবের শরণাপন্ন।

সিরাজ। কৃষ্ণদাস! রাজা রাজবল্লভের স্নেহের দুলাল! তোমার এতখানি স্পর্দ্ধা যে, সুবে বাংলার অধীশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা! এত স্পর্দ্ধা তোমার! বেইমান নফর, তোমার দেহের চামড়া উপড়ে ফেলে, তাতে নিমক ঢেলে দেব। অর্দ্ধদেহ ভূগর্ভে জীবন্ত প্রোথিত ক'রে. কুকুর দিয়ে খাওয়াব। (কোতোয়ালের প্রতি) যাও, নিয়ে যাও, হতভাগ্যকে নিয়ে যাও আমার সাম্‌নে থেকে।

মোহন। দাঁড়াও। হজরৎ! জনাব—

সিরাজ। কোন কথা নয় রাজা, এ সিরাজের প্রতিজ্ঞা।

মোহন। আশ্রয়প্রার্থীকে ক্ষমা করা রাজধর্ম্ম।

সিরাজ। রাজধর্ম্ম! দেশের রাজাকে অবমাননা ক'রে, জাতিকে বে-ইজ্জত ক'রে, যে বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর পাদুকা লেহন করে, তাকে ক্ষমা করা রাজধর্ম্ম? সিরাজের রাজধর্ম্ম তা নয়; সিরাজের

রাজধর্ম্ম তাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছে রাজা। দুনিয়ার কারও সাধ্য নাই সিরাজকে তার সঙ্কল্পচ্যুত করে। সরো রাজা, দেশদ্রোহীর তপ্তরক্ত দিয়ে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব।

(ক্ষিপ্রতার সহিত দেহরক্ষীর তরবারী টানিয়া লইয়া কৃষ্ণদাসের দিকে অগ্রসর হইলেন)

মোহন। (কৃষ্ণদাস ও নবাবের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, বাধা দিয়া বলিল) রক্তপাতই যদি নবাবের অটুট সঙ্কল্প হয়, তা হলে শোনো নবাব, মোহনলালের প্রতিজ্ঞা! প্রয়োজন হয়, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দেবো। কিন্তু তার পূর্ব্বে অনুতপ্ত, আশ্রিত, করুণাপ্রার্থী ঐ কৃষ্ণদাসকে হত্যা করতে দেবো না। কর, কর নবাব, রক্তপাত কর—তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। (নবাবের সম্মুখে নতজানু হইয়া বক্ষ পাতিয়া দিল।)

সিরাজ। না—না। (তরবারি ফেলিয়া দিলেন)। ওঠো রাজা মোহনলাল, আজ আমি রক্ত চাই না।

মোহন। রক্ত চাওনা, নবাব?

সিরাজ। না—না; আমি রক্ত চাইনা। শোন মোহনলাল! নিশাশেষে স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বর্ণভূমি এই বাংলার ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী রাজলক্ষ্মী যেন রিক্তা নিঃস্ব সর্ব্বহারা বিধবার বেশে হীরাঝিলের বাতায়নে এসে দাঁড়িয়েছেন। মায়ের চোখের জলে ভাগীরথীর দুইকূল প্লাবিত হ'য়ে গেল। পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস বাষ্পের আকারে ভাগীরথীর দুই তীর আবৃত করে দিল। দেখতে দেখতে আকাশে জমে উঠল ঘন কৃষ্ণ মেঘ। সেই মেঘ মুর্শিদাবাদ হ'তে ধেয়ে চল্‌লো পলাশীর প্রান্তরে। পলাশীর আম্রকাননে নেমে এল সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠল আমার রিক্তা অসহায়া জননীর বুকভাঙা করুণ আর্ত্তনাদ—'জাগো সিরাজ, জাগো মোহনলাল, জাগো বাংলার

আটকোটী হিন্দুমুসলমান! পলাশীর কালরাত্রি, বাংলার কালরাত্রি, বুকের রক্তে কর চির অবসান।"

মোহন। নবাব—নবাব—

সিরাজ। এসো কৃষ্ণদাস, এসো মোহনলাল! আজ আর হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, আত্মকলহ নয়। আমার রক্ত, তোমাদের রক্ত, আটকোটি হিন্দুমুসলমানের রক্ত সঞ্চিত থাক বাংলার কালরাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়; মিলিত হিন্দুমুসলমানের জাতীয় জীবনে নবসূর্য্যোদয়ের পরম প্রতীক্ষায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। বাহিরে ঝড়ো-হাওয়ার শাঁ শাঁ শব্দ। চারিদিকে নিস্তব্ধতা; রাজধানী নিদ্রাতুর। মতিঝিল প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষ। মেহের-উন্নেসা বেগম মসনদে বসিয়া আছেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বস্থ সোফায় উপবিষ্ট মীর নাজির ও পদচ্যুত সেনাপতি আগা সমসের। মেহের-উন্নেসার পরিচ্ছদে স্বেচ্ছাকৃত রূপ-সজ্জার প্রাচুর্য্য। নৃত্যগীতে কক্ষ মধুর হইয়া উঠিয়াছে]

নৃত্য ও গীত

ঢালো সাকি সিরাজী
গুলাবি মূলতান।
দিল-পিয়ালায় উজাড় কর
দেহেলি জাফরান্।

বাগিচায় বুলবুলি
চাহে চোখ তুলি ;
সরমে ভীরু হিয়া
পিয়া লাগি, মানে কি হায়রান্।

মেহের। না—না, নাচ গান থামিয়ো না। তোমরা চলে যেওনা, গান ধরো—

মীরনাজির। শাহাজাদি! মনে হচ্ছে, আজ যেন নৃত্যগীতের বিশেষ ব্যবস্থা—

মেহের। হঁ্যা, বিশেষ ব্যবস্থা। আপনাদের বিদায় অভিনন্দন—বিদায় অভিনন্দন।

উভয়ে। বিদায় অভিনন্দন!

মেহের। বুঝলেন না! হাঃ হাঃ হাঃ, নাচ দেখুন—আগে নাচ দেখুন।

(নর্ত্তকীর প্রবেশ ও নৃত্য করিয়া প্রস্থান)

মীরনাজির। শাহাজাদি!

মেহের। ওঃ, কি বল্‌ছিলাম? আপনাদের বিদায় অভিনন্দন! মানে বুঝতে পারেন নি? কেন আপনি শোনেন নি—নবাবের আদেশ, আপনাকে সাতদিনের মধ্যে বাংলা মুলুক পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে। অন্যথায়, প্রাণদণ্ড দিতে তিনি বাধ্য হবেন।

মীর। তাই নাকি!

মেহের। অবশ্য আমি জানি, এ দণ্ডবিধান মতিঝিলের শেরিফ মীর নাজিরকে শাস্তি দেবার জন্য নয়। মেহের-উন্নেসাকে লাঞ্ছিত করবার জন্য। (আগা সমসেরের প্রতি) সেনাপতি!

আগা। শাহাজাদি!

মেহের। আপনি নবাব আলিবর্দ্দীর বিশ্বস্ত সেনাপতি। নবাব

আলিবর্দ্দী নিজেও কোনদিন আগা সমসেরকে অপমানিত করতে সাহসী হন নি।

আগা। তা জানি, বেগম সাহেবা।

মেহের। সেইজন্যেই আমি চাই, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে আপনারা কোনদিন পশ্চাৎপদ হবেন না।

মীর। জান কবুল, নবাবজাদি।

আগা। কিন্তু, সিপাহসালার জাফর আলি যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন!

মেহের। ঘসেটি বেগম পশ্চাৎপদ হবে না, আগা সাহেব। সুরাটী বেগম হাসিনা-বানুর সাহায্যে জনাব জাফর আলির এন্তাকালের ব্যবস্থা করবো আগে। প্রয়োজন হ'লে বিষপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হব না। ঘসেটি পরাজয় মানে না। উদ্দেশ্য সাধনের পথ নিষ্কণ্টক করবে আগে।

(দ্বারদেশে প্রহরী আসিয়া কুর্ণিশসহ জানাইল)

প্রহরী। সিপাহসালার জনাব জাফর আলি, ওম্‌রাহ উমিচাঁদ।

প্রস্থান)

(সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। মেহের-উন্নেসা ব্যস্ততার সহিত দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন ও আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া নিজে পুনরায় মসনদে বসিলেন)

মেহের। জনাব জাফর আলি!

মীরজা। আদেশ করুন।

মেহের। ইংরেজ কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠি লুঠ করবার সময় না-হয় মোহনলাল অতর্কিত আক্রমনের সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তাদের উইলিয়ম দুর্গ দখল করার কৃতিত্ব কি অস্বীকার করতে পারেন?

মীরজা। না। মুষ্টিমেয় অর্দ্ধ-শিক্ষিত ফৌজ নিয়ে উইলিয়ম দুর্গ

জয় ক'রে মোহনলাল বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, তা জানি। কিন্তু, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই হয়েছে বেশী।

মেহের। লোকসান?

মীরজা। হ্যাঁ। এবার ইংরেজ কোম্পানী হ'ল নবাবের স্থায়ী শত্রু। অবশ্য নবাবের কলকাতা আক্রমণের উদ্দেশ্য ইংরেজ-দমন নয়। রঙ্গিলা বিবিকে নিয়ে রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসের সঙ্গে যে শত্রুতা, এ তারই ফল।

উমি। ফল যারই হোক। আপনাদের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির হাতে শক্তি থাকতে, এর প্রতিবিধান হওয়া কি উচিত ছিল না সিপাহসালার?

মীরজা। কিন্তু আমরা নিরুপায়, চাঁদ সাহেব।

সমসের। আপনি নাকি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছেন?

মেহের। সুতরাং সিরাজের সব অনাচার নীরবে সইতে হবে। কেমন, এই না সিপাহসালার? (ক্রুর হাসির সঙ্গে বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ) কিন্তু রাজা রাজবল্লভও কি সহ্য করবেন এই অত্যাচার?

মীরজা। রাজা রাজবল্লভ বলেন, কৃষ্ণদাস ব্যভিচারী। একমাত্র পুত্র হলেও, তার জন্যে সেই কলঙ্কের কালি তিনি গায়ে মাখতে পারেন না।

মেহের। রাজা রাজবল্লভ পারেন এ অপরাধ মার্জনা করতে। সেনাপতি আগা সমসেরকে পদচ্যুত ক'রে তাঁকে অপমানিত করা হয়েছে, তিনিও পারেন নবাবকে ক্ষমা করতে।

সমসের। সমসের আফগান,—সে জানে অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

মেহের। (বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ওমরাহ উমিচাঁদ! ওমরাহ উমিচাঁদ আমিনা বেগমের আফিংএর কারবার পয়মাল করেছেন ব'লে, নবাব মোহনলালকে দিয়ে তাঁকে অপমানিত করেছেন। হুগলী থেকে

তাঁর সওদাগরী কারবার গুটিয়ে জলন্দীতে ফিরে আসতে হয়েছে। তিনি পারেন, নবাবের সে অপমান মাথা পেতে নিতে!

উমিচাঁদ। উমিচাঁদ বাঙ্গালী নয়, সে পেশোয়ারী সওদাগর। বাংলা মুল্লুকের জল হাওয়ায় তার পেশোয়ারী রক্ত এখনো হিম হ'য়ে যায়নি।

মীরনাজির। সাবাস, ওমরাহ!

মেহের। সিপাহসালার জাফর আলি, অমন নির্ব্বাক হ'য়ে কি ভাবছেন? প্রকাশ্য দরবারে আপনাকে পদচ্যুত ক'রে যেদিন মীর খাদেমকে সিপাহসালার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, সেদিনের কথা আপনি বিস্মৃত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি বিস্মৃত হইনি।

মীরজা। সিরাজ নাবালক। নিজের ত্রুটি বুঝতে পারলে, একদিন সে অনুতপ্ত হবেই।

মেহের। চমৎকার! (হাস্য) ভবিষ্যতের সান্ত্বনায় আপনারা নীরবে সহ্য করতে পারেন নবাবের সব অত্যাচার। কিন্তু ঘসেটি বেগম করবে না। সিরাজের স্মরণ না থাকলেও, আপনারা আশাকরি এ কথা বিস্মৃত হন্‌নি যে, বাংলার সিংহাসন নবাব আলিবর্দ্দীর বাহুবলে অর্জ্জিত নয়। এই ঘসেটির অনুগ্রহেই তিনি হয়েছিলেন সুবে বাংলার অধিপতি। নবাব শরফরাজকে আলিবর্দ্দী হত্যা করেন নি। সে হতভাগ্য পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছে এই ঘসেটির রূপের আগুনে।

মীরজা। জানি বেগম সাহেবা।

মেহের। তা হ'লে আপনাদের নবাব সিরাজদ্দৌলাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, সুবে বাংলার সিংহাসনে ব'সে ঘসেটিকে চোখ রাঙানো চলে না।

মীরজা। সিরাজকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মীরজাফরের সাজে না, ছোট্টি বেগম! নবাব আলিবর্দ্দী মরবার সময় তাকে আপনাদের

হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন। আপনারা পারেন না তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিতে? পারেন না, তাকে ক্ষমা করতে?

মেহের। পারি, যদি সে সওকৎজঙ্গের অধীনে বেতনভোগী সামন্ত হয়ে থাকতে রাজী হয়।

মীরজা। সওকৎজঙ্গের অধীনে?

মেহের। দোষ কি? সেও তো নবাব আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র।

মীরজা। আপনি সওকৎজঙ্গকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে চান?

মেহের। না। সে সিরাজের চেয়েও বেশী স্বেচ্ছাচারী। তবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই। বাংলার সিংহাসনে আমি বসাতে চাই সুযোগ্য ব্যক্তিকে। আপনারা—আপনারা করবেন তার সহায়তা?

মীরজা। মাপ করবেন, বেগম সাহেবা! আমি নিরুপায়। ধর্ম্মের নামে শপথ করে—

মেহের। অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেবেন, এই তো?

মীরজা। (উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন) অধর্ম্ম! সিরাজ এমন কোন অপরাধ করেনি, যার সমর্থনে মীরজাফর অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

উমি। উত্তেজিত হবেন না জনাব জাফর আলি।

মেহের। (মীর নাজির ও আগা সমসেরকে উদ্দেশ করিয়া) নাজির সাহেব! আগা সমসের! আপনাদের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আর বিলম্ব না ক'রে, আজ রাত্রেই আপনারা রওনা হ'ন্ পূর্ণিয়ার পথে। আমার অনুরোধ, দেখবেন সিরাজের সেনাপতি যেন পূর্ণিয়া হ'তে বিজয়োল্লাসের সঙ্গে বাংলায় ফিরে আসতে না পারে।

(মস্তক আন্দোলিত করিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিলেন। মীর নাজির ও আগা সমসের অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল। মেহের-উন্নেসা চটুল দৃষ্টি ও বক্র হাসির সঙ্গে একবার মীরজাফরের

দিকে আর একবার উমিচাঁদের দিকে চাহিলেন। ক্ষণেকের জন্ম সকলেই নীরব রহিলেন। মীরজাফরের মুখে উদ্বেগ দেখা দিল।)

মীরজা। আপনি কি সত্যই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে চান?

মেহের। যদি বলি, চাই।

মীরজা। উদ্দেশ্য নিষ্ফল হবে। সেনাপতি মোহনলাল জীবিত থাকতে, নবাবকে পরাজিত করা সওকৎজঙ্গের পক্ষে অসম্ভব।

উমি। মোহনলাল! মোহনলাল। মোহনলালের মারণাস্ত্র এখন এই উমিচাঁদের হাতে।

মীরজা। মোহনলালের মারণাস্ত্র?

উমিচাঁদ। হ্যাঁ তাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে উপানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় গঙ্গার জলে পাওয়া গেছে। উপানন্দের শুশ্রূষায় তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। বিশেষ সন্ধান করে জেনেছি, তরুণীটি মোহনলালের প্রণয়িনী। নিরাশ্রয় হয়ে রাজা মোহনলালের শরণাপন্ন হবার জন্মই তিনি রাজধানীর পথে এসেছিলেন। উপানন্দের শিষ্য দয়ানন্দ দরবেশকে মোটা টাকা কবুল ক'রে, সেই সুন্দরীকে আন্‌বো হাতের মুঠোয়। তারপর, ওই বথ্‌রির জিয়ানা দিয়েই মোহনলালের গলায় বঁড়শী বেঁধাবো। দেখবো, মোহনলাল কত বড় বাঘের বাচ্চা।

মীরজা। কিন্তু তাতে ক'রে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করা যাবে না, চাঁদসাহেব।

মেহের। কেন যাবে না জনাব আলি? আপনি সিপাহসালার। নবাবের সিপাহীরা আপনার হাতেই তলব পেয়ে থাকে। আপনি ইঙ্গিত করলে, তারা অনায়াসেই বিপর্য্যস্ত করতে পারে সেনাপতি মোহনলালকে। সৈন্যেরা যদি আদেশ অমান্য করে,—

মীরজা। তাতে লাভ কি বেগম সাহেবা?

মেহের। লাভ! সুবে বাংলার সিংহাসনে সুযোগ্য নবাবের আসন হবে।

মীরজা। সুযোগ্য নবাব সৈয়দ সওকৎজঙ্গ?

মেহের। না। বাংলার সুযোগ্য নবাব, মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুর। (অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন)

মীরজা। (চমকিয়া উঠিলেন) আমি?

মেহের। হাঁ আপনি!

মীরজা। বিদ্রূপ করবেন না, বেগমসাহেবা।

মেহের। মেহেরউন্নেসা বিদ্রূপ করে না জনাব আলি। এ তার প্রতিজ্ঞা, তার শপথ।

মীরজা। (স্বগত) বাংলার নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ! না না, আমি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছি। আমায় মাপ করবেন বেগম সাহেবা।

মেহের। যদি বিশ্বাস না হয়, সওকৎজঙ্গ নিজেও দেবে সেই প্রতিশ্রুতি। সুবে বাংলা পূর্ণিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, আপনিই হবেন তার নবাব। চান—চান সওকৎজঙ্গের মুখ থেকে সে অঙ্গীকার শুন্‌তে?

মীরজা। সওকৎজঙ্গ? পূর্ণিয়ার নবাব সওকৎজঙ্গ পদার্পণ করেছেন মুর্শিদাবাদে?

মেহের। হাঁ, আমারই গৃহে, মতিঝিলের হারেমে, আমার ভগিনী ময়মনা বেগমের পুত্র নবাব সৈয়দ আহম্মদ সওকৎজঙ্গ (উঠিয়া পথ দেখাইয়া অন্দরের দিকে আহ্বান করিতে করিতে) আসুন চাঁদ সাহেব, আসুন নবাব জাফর আলি। সওকৎজঙ্গ এই মুহূর্ত্তেই দেবে আপনাদের প্রতিশ্রুতি। সুবে বাংলার সিংহাসনে বসবেন, ধর্ম্মপ্রাণ নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ। (মেহেরউন্নেসা ভিতরে চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে পশ্চাতে উমিচাঁদও নিক্রান্ত হইলেন)

মীরজা। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন) ঝড় উঠেছে। প্রাসাদের অগ্নিকোণে জমেছে লাল মেঘ, ঈশানে নেমেছে শিলাবৃষ্টি, ঝড়! (বাহিরে সহসা ঝড়ের শব্দ) এই ঝড়ে ভেঙে পড়বে ওই জীর্ণ প্রাসাদের বনিয়াদ। নবাব আলিবর্দী! কাণ পেতে শোন। তোমার স্থবির কংকাল কবরের ভেতর থেকে হাহাকার করে উঠবে। সুবে বাংলার সিংহাসনে বসবে—মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ। না, না, আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করেছি। কোরাণ! কোরাণ শরীফ! খোদাতালার পবিত্র কালাম। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) কিন্তু, সুবে বাংলার সিংহাসন! বাংলা—বিহার—উড়িষ্যা! খোদা মালেক, দেনেওয়ালা। (সহসা বিদ্যুৎ-পাতে চমকিয়া উঠিলেন) ওকি! বিদ্যুৎ?—না, না! বাজ! বাজ! বজ্রপাত! নবাব আলিবর্দী! সেলাম—সেলাম। (অন্যপথে নিষ্ক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশিমবাজারের সন্নিকটস্থ দয়ানগরনিবাসী দেবাংশি দয়ানন্দ দরবেশের গৃহ।

লক্ষ্মীবাঈ ও দয়ানন্দ

লক্ষ্মী। কত দিন তো হয়ে গেল, আজও সাক্ষাৎ করতে পারলেন না বাবা? আপনি নিজেও তো দরবারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন।

দয়ানন্দ। রাজধানীতে গিয়ে এখন কোন ফলই হবে না মা। সেনাপতি মোহনলাল সওকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পূর্ণিয়া গেছেন। পূর্ণিয়া থেকে না ফিরলে, কোন দিকেই কোন সুবিধা হবার আশা নাই।

লক্ষ্মী। বাবা, এক একবার ভাবি, মিছেমিছি আমায় বাঁচালেন কেন? আমি তো নিরুপায় হয়েই আশ্রয় নিয়েছিলাম গঙ্গার জলে। যদি দরকার হয়, এখনও—

দয়া। ছিঃ, মা। তুমি তো জানো, জেনে শুনে আত্মহত্যা করা মহাপাপ।

লক্ষ্মী। হোক পাপ। পাপ পুণ্যের বিচার করবার আমার অবসর নেই বাবা। মানকরের পথে পিতাজীকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তাতে কি সারা বাংলার মহাপাপ হয়নি?

দয়া। হলেও সে রাজনীতি। রাজনীতির কাছে পাপ পুণ্য সবই সমান। সে কথা যাক; আমি ভাবছি, মোহনলাল যদি তোমায় আশ্রয় না দেন?

লক্ষ্মী। কেন দেবেন না? আমি ভিক্ষে করে নেবো তাঁর আশ্রয়।

দয়া। কিন্তু, সে আশ্রয় কি তোমার পক্ষে গৌরবের হবে মা? তিনি বিবাহিত।

লক্ষ্মী। (বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় শিহরিয়া উঠিল) মোহনলাল বিবাহিত! আপনি ঠিক জানেন বাবা?

দয়া। জানি। পূর্ণিয়া থেকে ফিরে, তিনি রাজা রাজবল্লভের কন্যাকে বিবাহ করবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। শোভাময়ী সর্ব্ববিষয়ে মোহনলালের যোগ্য। আর রাজা রাজবল্লভও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বাঙ্গালী, পূর্ব্ব বঙ্গের দেওয়ান। (ক্রুর দৃষ্টিতে চাহিলেন)

লক্ষ্মী। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় সুযোগ্য সেনাপতি তিনি। সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই ত স্বাভাবিক বাবা।

দয়া। তাই বলছি, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবার আগে কথাটা একবার ভেবে দেখো, মা।

লক্ষ্মী। যদি তাই হয় লক্ষ্মী কোনদিনই তাঁদের শান্তিতে হস্তক্ষেপ করবে না। মা গঙ্গার কোলে আবার ঠাঁই নেবে।

দয়া। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ, কিন্তু আমি তা হতে দেবো না। আমি নিজে সম্প্রদান করবো তোমায় উপযুক্ত পাত্রে।

লক্ষ্মী। ছিঃ, ও কথা মুখে আনবেন না, বাবা।

দয়া। আচ্ছা, এখন যাও। স্নান করে দয়াময়ী কালিকার পূজার আয়োজন করগে। (কি ভাবিয়া) না-না। তোমায় করতে হবে না। সৌরভী—সৌরভী। (চীৎকার করিয়া ডাকিলেন)

সৌরভী। (নেপথ্যে) কি হলো ? অমন চীৎকার করে বাড়ী মাথায় করছো কেন ?

দয়া। (লক্ষ্মীর প্রতি) যাও তো মা, তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে, আজকের মত তুমিই করগে দয়াময়ীর পূজার আয়োজন। পাগ্‌লি কোন ভয় নেই তোর। তবে কি জানিস্ ? আমি ভিখিরী সন্ন্যাসী, চাল-চুলো নেই, তাই সব সময় ভয় করে তোকে আমার আশ্রয়ে রাখতে।

লক্ষ্মী। তা জানি বাবা !

(চিন্তিতভাবে বাহির হইয়া গেল)

সৌরভী। (লক্ষ্মী চলিয়া যাওয়ার পর বিশেষভাবে আশেপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তোমার উজির সাহেব কি বল্‌লে ?

দয়া। উজির সাহেব !

সৌরভী। ওগো, ওই যে ওমরা না হোমরা।

দয়া। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার চারিদিক দেখিয়া।) ওমরাহি উমিচাঁদ !

সৌরভী। হাঁ, হাঁ। উনি যখন অমন করে বলেছেন, তখন সুযোগটা ছাড়ে কখনো ? আমীর ওমরার নেক নজর থাকলে, শেষ বয়সে আর ভাবনা করতে হবে না।

দয়া। এখনই আসবেন তিনি। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার সৌরভী, লক্ষ্মী যেন কোন রকমে টের না পায়। ও মেয়ে বড় সোজা নয়, একটু গন্ধ পেলেই সব কিস্তি বেচাল করে দেবে। শুধু তাই নয়, হয়তো শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। খুব হুঁস করে—

সৌরভী। হুঁস করো তুমি। সৌরভী অত পল্‌কা নয়। অমন মেয়েকে সে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।

দয়া। তাতো পারে; কিন্তু আমার যে সাহস হচ্ছে না। কি জানি, যদি বেচাল হয়ে যায়। শেষে কি একুল-ওকুল দুকুল যাবে!

সৌরভী। কেন, শুনি অত ভয় কিসের?

দয়া। যদি কোন রকমে একথা প্রকাশ হয়ে পড়ে! সেনাপতি মোহনলাল বাঘের বাচ্চা! তা ছাড়া অত বড় একটা পাপ—

সৌরভী। পাপ! পাপ আবার কিসের? চাঁদ সাহেব কত টাকা দেবে শুনি?

দয়া। তিন শো আশরফি।

সৌরভী। তিন-শো! তবে আবার পাপ কিসের! বরং কমসম হলে না হয় পাপের ভয় ছিল।

দয়া। কুছ পরোয়া নেই। দয়াময়ী দয়া করে যখন শিকার জুটিয়েছেন, তখন পাপ-পুণ্যের ভার তিনিই নেবেন।

(দরজায় লঘু শব্দ)

নেপথ্যে। স্বামিজী! স্বামিজী!

দয়া। ওই যে এসেছেন। তুমি ভিতরে যাও সৌরভী। দেখো, খুব সাবধান।

সৌরভী। আচ্ছা।

(পিছনদিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)

দয়া। এই যে আসুন।

উমিচাঁদের প্রবেশ

উমি। আর কোন গোলমাল নেই তো।

দয়া। গোলমালের কিছুই নেই, ওমরাহ সাহেব। তবে কি জানেন, এত বড় একটা কাজ—

উমি। বেশ তো, আমি জবান দিচ্ছি। সময় হলে আপনাকে আবার খুশী করবো।

দয়া। আপনার মেহেরবানী। কিন্তু আমার ভয় হয়, যদি কোন রকমে মোহনলালের কানে এ কথা যায়, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।

উমি। নিশ্চিন্ত থাকুন, সন্ন্যাসী। মোহনলালের আয়ু এবার শেষ হয়ে এসেছে। ভিখারীর ছেলে, রাজার সম্মান পেয়ে, আসমান্ জমিন্ সমান দেখছে। এবার পূর্ণিয়া যুদ্ধে হবে একেবারে কাবার।

দয়া। ধর্ম্মের চাকা আপনিই ঘুরবে জনাব।

উমি। নিশ্চয়ই। এই নিন্ আপনার প্রণামী। (টাকার থলি দয়ানন্দের হাতে দিয়া) তা হলে অল্পক্ষণ পরেই আপনি ভৈরবীকে এ বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবেন। কোন ভয় নেই, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত আছে। কিন্তু সাবধান, লক্ষ্মীবাঈ যেন পালাতে না পারে।

দয়া। যে আজ্ঞা জনাব।

(লোলুপ দৃষ্টিতে থলিটি দেখিতে লাগিল)

উমি। আচ্ছা, আসি তবে।

দয়া। (অস্বাভাবিক প্রসন্নতার সঙ্গে) আসুন।

(উমিচাঁদের প্রস্থান)

সৌরভী—সৌরভী!

(সৌরভীর প্রবেশ)

সৌরভী। কি হলো ওমরা সাহেব কি বললে?

দয়া। বলছি।—লক্ষ্মী ফিরেছে?

সৌরভী। না। এখুনি হয় তো এসে পড়বে।

দয়া। এই নাও (টাকার থলি হাতে দিয়া) দেখো, খুব সাবধান। যদি কোন রকমে ভেস্তে যায়, গর্দ্দান যাবে।

সৌরভী। নিজে সাবধান থেকো, তা হলেই হলো। সব ঠিক আছে তো? গুণে দেখেছো?

দয়া। গুণতে হবে না। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও গে। আজই বিলাসপুরে চলে যাব।

(সৌরভী থলির মুখ খুলিয়া একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া পরম উল্লাসের সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করিল)

দয়া। সবই দয়াময়ীর ইচ্ছা! মানুষ নিমিত্ত মাত্র।

(বিহ্বল ও আলুথালু বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। বাবা, কে ও,—কে ও?

দয়া। (সহসা থতমত খাইয়া গেল; অজ্ঞাত আশঙ্কায় মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল) কই? কেউ না তো!

লক্ষ্মী। হাঁ, আমি দেখেছি আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, দেখে সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে শিউরে উঠল। চোখে চোখ পড়তেই আড়ালে সরে গেল। বলো, বলো বাবা! তোমার পায়ে ধরি, আমায় গোপন করো না।

দয়া। তোমায় গোপন করবো কেন মা? (ইতস্তত করিতে লাগিল)

লক্ষ্মী। তবে, বলছো না যে?

দয়া। ওঃ! (নিজেকে সংযত করিয়া) ভেবেছিলাম, সুসংবাদটা পরেই দেবো। কিন্তু পাগ্‌লির দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কি উপায় আছে? নবাব সরকারে খবর পাঠিয়েছিলাম। তাই মোহনলালজীর সহকারী এসে

সংবাদ দিয়ে গেলেন, তোমার আগমন যথাসময়ে তাঁকে জানানো হবে।

লক্ষ্মী। উনি তার সহকারী! কিন্তু এ যে বিশ্বাস করতে পারি না। বলো, বলো বাবা! এ কথা কি সত্যি?

দয়া। সন্ন্যাসী কখনো মিথ্যা বলে না, মা। এতই যদি তোমার সন্দেহ, আমার উপর যদি এতই অবিশ্বাস—(কৃত্রিম ক্রোধে আস্ফালন করিয়া উঠিল।)

লক্ষ্মী। না না, রাগ করো না দেবাংশি! তুমি মহাপুরুষ, আমায় দূরে ঠেলে দিও না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।

(দয়ানন্দের পদতলে লুটাইয়া পড়িল)

(লক্ষ্মী মাথা তুলিবার আগেই দয়ানন্দ সন্তর্পণে কক্ষ ত্যাগ করিল এবং একদিকে উমিচাঁদ ও অন্যদিকে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী প্রবেশ করিল)

লক্ষ্মী। একি! কে তুমি? (ভীতি বিহ্বলভাবে পশ্চাদপসরণ)

উমি। ভয় পেয়োনা সুন্দরী, আমি মানুষ। বাঘ নই,—রক্ত মাংসের মানুষ। (লক্ষ্মীকে ধরিতে উদ্যত হইল।)

তৃতীয় দৃশ্য।

মোহনলালের আবাসের পুরোভাগ। পশ্চাতে মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যান। প্রাঙ্গণের মাঝখানে স্বামিজী দণ্ডায়মান। তিনি দেবী চণ্ডিকার বন্দনা গান গাহিতেছিলেন। মোহনলালের পূর্ণিয়া-বিজয় উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে।

গীত

বন্দে—
বন্দে রণদেবী চণ্ডিকা রঙ্গিনী—
রণমদ-মন্থন ছন্দে।
—বন্দে॥

প্রতিপদ বিক্ষেপে কাঁপিছে ধাত্রী,
শঙ্কা বিনাশি এস, দেবী জয়দাত্রী !
ঝঞ্ঝা ঝলক জ্বালি—
লেলিহান মহাকালী,
মাভৈ কৃপাণী উমা !
রণদে—রণদে—রণদে ॥

স্বামিজী গান গাহিয়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর, দেবদাসীর অসিনৃত্যে রণচণ্ডীর আবাহন ও প্রস্থান। নৃত্যশেষে মোহনলাল মন্দির পার্শ্ব হইতে ধীরপদে উদ্যান নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোহনলালের পশ্চাতে শান্তশীল ও পুরন্দরের প্রবেশ। অপর দিক হইতে স্বামিজী ও করুণার প্রবেশ।

মোহন। স্বামিজী !

(মোহনলাল ও তাহার পশ্চাতে শান্তশীল ও পুরন্দর স্বামিজীকে প্রণাম করিল)

স্বামিজী। এস মোহন। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে তোমার বিজয়-উল্লাসে আমরা কাজ চণ্ডিকা উৎসবের আয়োজন করেছি।

মোহন। করুণা তুইও এসেছিস্ বোন্। তোকে যদি নবাবের লোকে চিনে ফেলে ?

করুণা। না, সেলিনা বেগম এসেছে বোরখা পরে সবার অলক্ষ্যে। কেউ জানতে পারবে না যে, তোমার বোন করুণাই নবাবমহিষী লুৎফউন্নিসার সঙ্গিনী সেলিনা বেগম।

মোহন। বোন্ !

করুণা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দাদা ! বর্গীরা হরণ করেছিল বলে সমাজ আমায় আশ্রয় দেয়নি। আশ্রয় দিয়েছেন নবাবমহিষী

লুৎফউন্নিসা। নর্ত্তকীর পরিচয় দিয়ে নবাবমহিষীর সঙ্গিনী হলেও আমি সেখানে বেগমের মর্য্যাদা পেয়েছি। নবাবের মনে আমার সম্পর্কে সন্দেহের ছায়া মাত্র উদিত হতে পারে না।

স্বামিজী। ভেবো না মোহন, তোমার বন্ধু ওই পুরন্দর আলিহোসেন রূপে যেমন নবাবের বিশ্বস্ত সঙ্গী, তোমার ভগ্নি করুণাও সেলিনা বেগম রূপে নবাবের ততখানি বিশ্বাসের পাত্রী। তোমার বিজয়-উৎসবে ও এসেছে আনন্দ করতে।

মোহন। বিজয় উৎসব! কিন্তু নবাবের সিপাহসালার ও অন্যান্য অমাত্যরা পূর্ণিয়ার যুদ্ধ সমর্থন করেন নি।

স্বামিজী। তাতে কিছু যায় আসে না মোহন।

পুর। পূর্ণিয়ার যুদ্ধ তো ওঁরা সমর্থন করবেনই না। এদিকে জাফর আলি, শেঠজি, রাজবল্লভ, রয়াটস্ আর রায় দুর্লভ—এঁরা সবাই মিলে কি সব শলা-পরামর্শ করছেন। আড়ালে আড়ালে রাতদিন গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ চলছে। আমার মনে হয়, সিপাহসালারের মগজে বাংলার মসনদ যখের মত চেপে বসেছে।

শান্ত। ওদের বিশ্বাস, সিরাজ ব্যাভিচারী। তাই তাঁকে মসনদে রাখা উচিত নয়।

মোহন। ওঁদের চোখে সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল ব্যাভিচারী। কিন্তু আমার কাছে সে পরিপূর্ণ মানুষ। মায়ের মত কোমল তার অন্তর—শিশুর মত সরল তার বিশ্বাস। মানুষকে সে বিশ্বাস করে ভগবানের চেয়ে বেশী। তাই ভয় হয়, সেই বিশ্বাসই একদিন ঘটাবে তার সর্ব্বনাশ।

স্বামিজী। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য করে যাও মোহন। আলি হোসেন, তুমি মুর্শিদাবাদে ফিরে যাও। বিলাসপ্রিয় বালক সিরাজকে প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়ে দেবে তাঁর দায়িত্ব। তাঁকে জানিয়ে দেবে, তাঁর জীবনের মূল্য অনেক।

পুর। তার অন্যথা কোনদিনই হবে না স্বামিজী।

স্বামিজী। এসো, মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পূর্ব্বে আমি তোমায় মায়ের নির্ম্মাল্য পরিয়ে দিই। (স্বামিজী ও পুরন্দরের প্রস্থান)

মোহন। শান্ত, এখানে তোমারও আর বেশীদিন বিলম্ব করা চলবে না। আলি নগরের অবস্থা কতকটা শান্ত হলেও, আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। আমার মনে হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সহজে ছাড়বে না। শুধু বাণিজ্য করবার ইচ্ছা থাকলে, তারা কলকতায় দুর্গস্থাপনের চেষ্টা করতো না।

করুণা। তোমাদের এত আশঙ্কা কেন দাদা? তোমরা তো সময় থাকতেই তার উচ্ছেদ সাধন করেছ।

মোহন। উচ্ছেদ সাধন করেছি, না জল সেচন করেছি, তা অবিলম্বেই বুঝবে করুণা।

সোলেমান। (নেপথ্যে) রাজা মোহনলাল, রাজা মোহনলাল!

মোহন। কে?

সোলেমানের প্রবেশ

সোলে। এই যে, আপনিই বোধ হয় রাজা মোহনলাল?

মোহন। হাঁ, কিন্তু তুমি কে বালক?

সোলে। গোস্তাকি মাপ করবেন রাজা। আমি সেনাপতি মীরমদনের পুত্র, সোলেমান।

মোহন। সোলেমান! নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের পুত্র তুমি?

সোলে। আমার পিতার সঙ্গে আমি আসতে চাইলাম রাজা মোহনলালকে দেখতে। পিতা আমায় সঙ্গে আনতে রাজী হলেন না। তাই লুকিয়ে এলাম এখানে আপনাকে দেখবো বলে।

মোহন। কেন বালক? আমাকে দেখবার জন্যে—

সোলে। দেখবো না? পূর্ণিয়ার যুদ্ধে যিনি সওকৎজঙ্গকে পরাজিত করে নবাবের মান রেখেছেন সেই মহাবীর কেমনধারা মানুষ চোখে দেখবো না? আমরাও তো একদিন বড় হব, আমাদেরও তো একদিন অমনি করে দেশের দুষমনদের সঙ্গে লড়াই করে, দেশের জন্য শহীদ্ হতে হবে? আপনি আমাদের শহীদ্ হতে শেখাবেন রাজা!

মোহন। বালক, ওরে কিশোর বালক, তোর মত কিশোর শহীদ্ যদি বাংলার ঘরে ঘরে জেগে ওঠে, তাহলে বাংলা মায়ের দুঃখ কোথায় ভাই? আসুক শত দেশদ্রোহী—আসুক মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল,—তবু—তবু মুক্তকণ্ঠে বলি, সেই দেশদ্রোহীদের—

শান্ত। মোহন দা, মোহন দা! তুমি কি পাগল হলে?

মোহন। ওঃ, আনন্দের উত্তেজনায় আমি কি ভুল বলে ফেলেছি শান্তশীল!

শান্ত। চুপ করো—দেখ কারা আসছে।

সোলে। ঐ যে নবাবের লোকেরা আসছে. ওদের সঙ্গে আমার বাবা। আপনার জন্যে ভেট নিয়ে আসছেন।

মোহন। ভেট!

সোলে। আপনি পূর্ণিয়ার যুদ্ধ বিজয়ী। তাই নবাব উপহার পাঠিয়েছেন।

মোহন। চল শান্তশীল! নবাবের স্নেহ-উপহার আমরা সসম্মানে গ্রহণ করিগে। (শান্তশীল সহ প্রস্থান)

করুণা। সোলেমান!

সোলে। বেগম সাহেবা!

করুণা। তুমি যে এত শীঘ্র দেখা করবে ভাই, সত্যিই কল্পনা করতে পারিনি।

সোলে। আপনার কাছ থেকে যে কাজের ভার নিয়েছি। কথা

দিয়েছি, এখানে এসে আপনাকে সব খবর দেবো। না এসে পারি বেগম সাহেবা ?

করুণা। কোন খবর পেয়েছ ভাই ?

সোলে। হাঁ, বেগম সাহেবা, তাকে আটক করে রেখেছে।

করুণা। আটকে রেখেছে! কে ?—কোথায় ?

সোলে। দয়ানন্দ দরবেশের বাড়ীতে।

করুণা। দয়ানন্দ দরবেশ! দেবতার নাম নিয়ে মানুষের কাছে পূজো নেয়,—অথচ এত বড় পিশাচ সেই দয়ানন্দ! কিন্তু সে কেন—

সোলে। টাকার লোভে বেগম সাহেবা। তাকে টাকা দিয়ে হাত করেছে—

করুণা। কে ?

সোলে। ওমরাহ উমিচাঁদ।

করুণা। উমিচাঁদ! পেশোয়ারী সওদাগর, বাংলায় এসে টাকার জোরে—আচ্ছা, উমিচাঁদের মারণ-অস্ত্র এই সেলিনা বেগমের হাতে।

সোলে। বেগম সাহেবা—

করুণা। সোলেমান, তুমি আমায় খবর দিয়ে যে মহা উপকার করেছ, সে ঋণ আমি কখনো শুধতে পারব না ভাই।

সোলে। ঋণ! আমি তো শুধু তোমার একার জন্য কাজ করি না বেগম সাহেবা। আমি কাজ করি আমার দেশের জন্য, আমার মা বোনের ইজ্জৎ রাখবার জন্য।

করুণা। জানি সোলেমান! রাগ করো না ভাই। তুমি ঐ গাছতলায় গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার সঙ্গে একটু বাদেই যাত্রা করবো।

সোলে। কোথায় ?

করুণা। দয়ানন্দ দরবেশের বাড়ী। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ভাই!

সোলে। খুব পারবো। আমি যাই; চট করে তৈরী হয়ে নাও বেগম সাহেবা। (প্রস্থান)

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। করুণা!

করুণা। দাদা! দাদা!

মোহন। কি বোন? হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলি যে? সেই বালক কোথায়?

করুণা। তাকে আমি কার্য্যান্তরে পাঠিয়েছি। তুমি শুনেছ দাদা?

মোহন। কি?

করুণা। মানকরে গুপ্তঘাতকের হাতে পণ্ডিতজী নিহত হওয়ার পর, লক্ষ্মীবাঈ বাংলায় ফিরে এসেছিল। সে আজ বন্দী।

মোহন। (চমকিয়া উঠিলেন) বন্দী! লক্ষ্মীবাঈ বন্দী!

করুণা। বল দাদা, আজ নির্ব্বিচারে সয়ে যাবে তুমি তার এই লাঞ্ছনা?

মোহন। লক্ষ্মীবাঈয়ের লাঞ্ছনা সইব আমি! বল্, বল্ করুণা, কে তাকে বন্দী করেছে?

করুণা। লক্ষ্মীবাঈ বন্দী হয়েছে নবাবেরই কোন এক বিশ্বস্ত অমাত্যের হাতে। এর বেশী কিছু আপাততঃ বলতে পারব না।

মোহন। অমাত্য যে-ই হোক! হোক রাজা রাজবল্লভ, হোক দেওয়ান মাণিকচাঁদ, সিপাহসালার মীরজাফর, এমন কি নবাব সিরাজদ্দৌলা হলেও আমি ক্ষমা করবো না। এ অনাচার আমি কিছুতেই সইব না।

করুণা। দাদা, লক্ষ্মীকে তুমি ভালবাস?

মোহন। সে কথা ভেবে দেখবার অবসর তো কোনদিন পাইনি বোন। (একটু থামিয়া) তবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

করুণা। চুপ (পথের দিকে আঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) সিপাহসালার আর খাঁ সাহেব এই দিকেই আসছেন। (দ্রুত ভিতরে গেল)

মোহন। সিপাহসালার জাফর আলি মোহনলালের গৃহে! (চিন্তিত ভাবে) দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির আবার কোন নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে, কে জানে!

[মীরজাফর ও আমির খাঁর প্রবেশ। মোহনলাল পরম সমাদর ও সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন]

দরিদ্র মোহনলালের পরম সৌভাগ্য যে, তার গৃহে আজ সুবে বাংলার সিপাহসালার জনাব মীর মহম্মদ জাফর আলির পদধুলি পড়েছে।

মীরজা। সৌভাগ্য কার, সে কথা ভাববার সময় এখন নাই রাজা। কলকাতার ইংরেজরা মাদ্রাজ-কোম্পানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আবলম্বে তাদের ফৌজ এসে উপস্থিত হবে। ক্লাইভ আর ওয়াটসন সসৈন্যে রওনা হয়েছে দেবগ্রামের পথে।

মোহন। এ সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয় জনাব। আমি জানতাম, শক্তি সঞ্চয় করে ওরা একদিন না-একদিন নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেই।

আমির। বিশেষ করে কাশিমবাজার কুঠি ধ্বংস করে, সেখানকার কুঠিয়াল ওয়াট্‌সের প্রতি নবাব যে দুর্ব্যবহার করেছেন, তা ইংরেজরা কোনদিনই ক্ষমা করবে না।

মারজা। কিন্তু তার প্রতিবিধান তো করতে হবে খাঁ সাহেব!

মোহন। প্রতিবিধান যুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়, সিপাহসালার।

মীরজা। যুদ্ধ করেও কোন সুফল হবে না, রাজা। ওরা নবাবের

চির-শত্রু হয়ে থেকে যাবে। তার চেয়ে, আপোষ সোলেনামা অনেক ভাল।

মোহন। নবাবের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, আপোষ কি সম্ভব জনাব ?

মীরজা। সম্ভব, রাজা! নবাবের বিরুদ্ধে বারবার ক্ষুব্ধ হয়েই আজ ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, বাণিজ্যপ্রধান বাংলা থেকে নবাবের মস্‌নদ যদি পূর্ণিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়, বিদেশী বণিকদের আর কোন অভিযোগই থাকবে না।

মোহন। বাংলার শাসনতন্ত্র ?

মীরজা। পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবেন রাজা।

মোহনলাল। আর বাংলা—

(মোহনলাল চমকিয়া উঠিলেন)

আমির। বাংলা থাকবে জনাব জাফর আলির শাসনাধীনে। পূর্ব্ব-বঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

মোহন। (উৎক্ষিপ্ততার সহিত) কসুর মাপ করবেন সিপাহসালার। ভিক্ষুক মোহনলালকে সিংহাসনের প্রলোভন দেখাবেন না। বেইমানি করে, সে ইন্দ্রত্বও চায় না।

মীরজা। স্থির চিত্তে ভেবে দেখবেন রাজা! বিলম্বের সময় নাই। কালই পলাশীর ময়দানে ছাউনী ফেলতে হবে! এ ছাড়া, দ্বিতীয় কোন পথ নাই। (ব্যস্ততার সহিত প্রস্থানোদ্যত) আপনার নবাব সংশোধনের বাইরে।

(প্রস্থান)

মোহন। বেয়াদবি মাপ করবেন, জনাব আলি। (মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া) জনাব জাফর আলি, সিপাহসালার জনাব মীরজাফর!

(মীরজাফর আবার ফিরিলেন)

মীরজা। বলুন, রাজা।

মোহন। (অতি ব্যগ্রভাবে) মানকরের পথে ভাস্কর পণ্ডিতকে কে হত্যা করেছে, জানেন?

মীরজা। জানা নাই।

মোহন। তার পালিতা কন্যা লক্ষ্মীবাঈ নবাবের কোন্ অমাত্যের হাতে বন্দী?

মীরজা। সে কথা নবাব জানেন।

মোহন। নবাব? (অস্বাভাবিকরূপে আঁৎকাইয়া উঠিলেন। মোহনলালের সর্ব্ব সত্ত্বা যেন সহসা প্রচণ্ড ভাবে আহত হইল)।

মীরজা। (দৃঢ়তার সহিত) হাঁ, নবাব। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে রাজা মোহনলাল? (বক্র হাসিয়া) নবাব মুগ্ধ সেই সুন্দরীর রূপে—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাশিমবাজারের কোন একটী নির্জ্জন গৃহ। উমিচাঁদ মদ্যপান করিতেছে। আর্ম্মানী নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। দয়ানন্দ উমিচাঁদের পার্শ্বে বসিয়া পরম-উল্লাসের সহিত উপভোগ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে উমিচাঁদকে মদ ঢালিয়া দিতেছে।

উমিচাঁদ। কি হে দয়ানন্দ ঠাকুর, কেমন দেখছো?

দয়া। হুজুর, চমৎকার! দেশী বিদেশী বাইজি, এ যে একেবারে গুলজার করে তুলেছেন।

উমি। হাঁ। কিন্তু, যাকে নিয়ে আমার আসর গুলজার হবে, তাকে একবার এনে দাও দিকিনি।

দয়া। জো হুকুম। এখুনি আনছি, জনাব। (প্রস্থানোদ্যত হইয়া ক্ষণেক থামিল এবং একপাত্র মদ ঢালিয়া লইয়া উমিচাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে পান করিল)—কালী, কৈবল্যদায়িনী মা। (প্রস্থান)

উমি। ইংরেজ কোম্পানী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কলকাতার পরাজয়ের খেসারৎ এবার সুদে-আসলে আদায় হবে। ক্লাইভের কামানের মুখে সব উড়ে যাবে।

(লক্ষ্মী বাঈকে সঙ্গে লইয়া দয়ানন্দের প্রবেশ)

দয়া। (উৎফুল্ল ভাবে) এই যে, হুজুর, আপনার রাজলক্ষ্মী, (অন্য পথ দিয়া প্রস্থান)

উমি। এসো এসো সুন্দরী! আমি যে তোমারি আশা পথ চেয়ে!

লক্ষ্মী। (বিরক্তির সহিত) আমি স্পষ্ট কথায় জানতে চাই, আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনি আমায় মুক্তি দেবেন কি না?

উমি। এ অধীনের কাছে মুক্তি ভিক্ষা কেন সুন্দরী! তার চেয়ে বরং অধীনকে কিঞ্চিৎ প্রেমভিক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন না। (লক্ষ্মীকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল)

লক্ষ্মী। (অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছিটকাইয়া) সাবধান, বেয়াদব।

উমি। বেয়াদব! ভুলে যেওনা লক্ষ্মীবাঈ, তোমার মোহনলাল এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে পলাশীর মাঠে। বর্ত্তমানে এই বেয়াদবের অনুগ্রহের ওপরই নির্ভর করে তোমার জীবন, তোমার ইজ্জৎ, তোমার সর্ব্বস্ব।

লক্ষ্মী। কখনই না।

উমি। না! তবে দেখতে চাও?

লক্ষ্মী। নিশ্চয়ই। প্রয়োজন হ'লে, সে নিজেকে রক্ষা করবে; আর সেই সঙ্গে ঘৃণিত নফরকেও দেবে সমুচিত শাস্তি। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত অস্ত্র বাহির করিল।)

উমি। হত্যা করবে? হা—হা—হা, উমিচাঁদকে হত্যা করবে একটি কুসুমকোমলা নারী! সেও উমিচাঁদকে শুনতে হ'ল! নাঃ, তোমার অনেক ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়—(আস্ফালন করিয়া উঠিল) এই কোতোয়াল, কোতোয়াল!

(সেলাম করিয়া কোতোয়ালের প্রবেশ)

কোতো। হুজুর!

উমি। একে নিয়ে যাও। ঐ অন্ধকার ঘরটায় কুলুপ দিয়ে সাত দিন বন্ধ ক'রে রাখবে। দেখো, যেন এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত না পায়।

কোতো। যো হুকুম, হুজুর।

উমি। কোন অনুরোধ, কোন উপরোধ শুনবে না। দেখি, ওর মোহনলাল কেমন ক'রে উদ্ধার করে ওই অন্ধকূপ হ'তে!

লক্ষ্মী। অবিশ্বাসী গোলাম! তুমি জান না, কেমন ক'রে দেবতা রক্ষা করেন তাঁর আশ্রিত মানুষকে।

উমি। এবার আর দেবতার বাবারও সাধ্যি নাই যে, উমিচাঁদের কবল থেকে তোমায় রক্ষা করে। (কোতোয়ালের প্রতি) যাও, নিয়ে যাও এখান থেকে।

(কোতোয়াল লক্ষ্মীবাঈএর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে আনত অভিবাদন করিয়া পথ দেখাইলেন)

কোতো। আইয়ে বিবি,—

(লক্ষ্মীবাঈ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই উমিচাঁদ কোতোয়ালকে বাধা দিল)

উর্মি। না—না, থাক। আরও কিছুক্ষণ ভাববার সময় দাও। পাশের ঘরে নিয়ে বসাও।

লক্ষ্মী। দরকার হবে না। ভাবতে হয়, সেই 'অন্ধকূপে গিয়েই ভাববো।

(লক্ষ্মীবাঈ বাহির হইয়া গেল। পশ্চাতে পশ্চাতে কোতোয়ালও বাহির হইয়া গেল)

উর্মি। আচ্ছা, দেখা যাক্, কতদিন অম্‌নি তেজ থাকে! কিন্তু আর যে সময় নাই। পলাশীর যুদ্ধে ভাগ্যে কি ঘটবে, তা ভগবানই জানেন। অন্ততঃ একটী-বারও যদি মুখ ফুটে বলে—(সহসা পদশব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া) কে ? (চম্‌কাইয়া উঠিল)

কে! (বোরখা-আবৃতা সেলিনার প্রবেশ) তাই হোক। আমি ভেবেছি, বিলম্ব দেখে নবাবের কোন গুপ্তচর এসে হাজির হ'ল নাকি!

(বোরখা খুলিয়া সহসা সেলিনা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

আপনি ?—তুমি! না না, হুরপরী সেলিনা বেগম ? এত ভাগ্য আমার ?

সেলিনা। ভাগ্য আপনার নয় জনাব, আমার। আপনার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য কি একটা নর্ত্তকীর জীবনে কম গৌরবের কথা ?

উর্মি। সে কথা ব'লে আমায় লজ্জা দিও না, বেগম সাহেবা! তুমি মর্ত্ত্যের অপ্সরী। স্বয়ং নবাব সিরাজদ্দৌলা, সিপাহসালার মীরজাফর, ধনকুবের জগৎ শেঠ পর্য্যন্ত যার জন্য পাগল, তার শুভাগমনে নফর আজ ধন্য। আমি জানি, নবাব সিরাজদ্দৌলাও শত চেষ্টায় তোমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি। শেঠজী বলেন, সেলিনা বেগম শুধু মাতোয়ালাই করে, কিন্তু কোনদিন কাউকে ধরা দেয় না।

সেলিনা। ছিঃ, আমায় লজ্জা দেবেন না, ওমরাহ। সিপাহসালার মীরজাফরের প্রাসাদে আপনার প্রসন্ন দৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়ার পর থেকে, আমি নিজেকে দমন করবার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। তাই নিভৃতে আপনার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ গ্রহণ ক'রে আজ ধন্য হয়েছি।

উমি। সে আপনার অনুগ্রহ। তশরিফ রাখুন।– এই নফর!

সেলিনা। থাক্, কাকেও ডাকতে হবে না। এই নির্জ্জনতা আমার খুব ভাল লাগে। রাত্রিদিন রাজধানীর কোলাহলে কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়। (একটু ইতস্তত করিয়া) একটু সিরাজী, কি একটু সরাব, দিতে পারেন জনাব? এতদূর এসে শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

উমি। সরাব? সরাব চলবে অপ্সরী?

সেলিনা। (নতমুখে একটু হাসিল) অবশ্য একা হলে নয়।

উমি। কুছ পরোয়া নেই (তাড়াতাড়ি সরাবের বোতল ও পানপাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল)

সেলিনা। আমার কিন্তু বেহুস্ হ'লে চলবে না, চাঁদ সাহেব। আজ রাত্রেই আমায় আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে হবে।

উমি। কাল প্রত্যুষে আমাকেও উপস্থিত হ'তে হবে পলাশীর রণক্ষেত্রে। (মদ্যপান)

সেলিনা। তা যাবেন! আচ্ছা ওমরাহ, আপনি কতখানি সরাব খেয়ে ঠিক থাকতে পারেন?

উমিচাঁদ। উমিচাঁদ কোনদিনই বেঠিক হয় না হুরপরী।

সেলিনা। সেই জন্যই তো, কত বড় বীরপুরুষ আপনি, তাই দেখতে সখ যায়।

উমি। হা—হা—হা, সুন্দরা! উমিচাঁদ বীরপুরুষ। এই দেখ—(বোতল মুখে লাগাইল)

সেলিনা। ওকি করছেন! (বোতল কাড়িয়া লইল) বসুন; আমি নিজে হাতে ঢেলে দিচ্ছি, একটীর পর একটী পাত্র।

উমি। বহুত আচ্ছা ভেঁইয়া! আরে ছো! মেয়েছেলেকে ভেঁইয়া বলাটা তো ভুল হয়ে গেল। কি বলব, বেগম সাহেবা? বোহিনিয়া! তোবা—তোবা, তোবা—

সেলিনা। পিয়ারী, শাহান শা।

উমি। তোফা! পিয়ারী, মেরি দিলকে পিয়ারী। ঢালো, ঢালো সারাব, পিয়ারী।

সেলিনা। (গুন গুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল ও সুরা ঢালিতে লাগিল) দিল্ মাতোয়ারা করুন, ওমরাহ! (সুরাপাত্র উমিচাঁদের হাতে দিয়া চটুল কটাক্ষের সহিত হাসিল)

(গান ও তৎসঙ্গে বিলোল নৃত্যভঙ্গী)

চাঁদ কহে চকোরীরে—
আমার এ-প্রেম কাঁদিয়া মরিছে
স্বপ্ন যমুনা তীরে।

এপারেতে আমি একা,
ওপারে কাঁদিছ তুমি :
পাপিয়া বধূর বিধুর বিলাপে
কাঁদিতেছে বনভূমি—
পিউ কাঁহা! (কাঁদে) পিউ কাঁহা!
এসো ফিরে॥

(গান গাহিতে গাহিতে উমিচাঁদের হাতে পাত্র তুলিয়া দিবার সময়

কৌশলে সেলিনা মদের মধ্যে একটা চূর্ণ ঔষধ মিশাইয়া দিল এবং আপন হাতে তাহা উমিচাঁদের মুখে তুলিয়া ধরিল)

উমি। (সুরা পান করিয়া) সেলিনা, অপ্সরী! (টলিতে টলিতে সেলিনার দিকে হাত বাড়াইল) সরে যেওনা, আমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে যেয়োনা—(অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িল)

সেলিনা। লক্ষ্মী—লক্ষ্মীবাঈ—লক্ষ্মীবাঈ—

(ব্যস্তসমস্তভাবে লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কে? করুণাদি? তুমি?

সেলিনা। (ইসারায় নীরব করিয়া বলিল) চুপ; সেলিনা বেগম।

লক্ষ্মী। তুমি এখানে?

সেলিনা। তোমায় উদ্ধার করতে। আর বিলম্ব না ক'রে, এই বোরখায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বেরিয়ে পড়। বাইরে পাল্‌কী দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। খুব সাবধানে গা ঢাকা দিয়ে যাবে। প্রহরীরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

লক্ষ্মী। আর তুমি?

সেলিনা। আমার জন্য ভেবো না, লক্ষ্মী। আমার গতি সর্ব্বত্র অবাধ। প্রহরীরা আমায় চেনে। কেউ বাধা দেবে না।

লক্ষ্মী। ব্যাপারটা কেমন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে করুণাদি। আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

সেলিনা। এখন বুঝবার দরকার নেই, লক্ষ্মী। যাও, আর দেরী ক'রো না।

লক্ষ্মী। (বোরখা পরিতে পরিতে) আমি তো জানি না, কোন্ পথে বাইরে যেতে হবে।

সেলিনা। চলো, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। ঘুমাও, ঘুমাও মূর্খ উমিচাঁদ, বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ মূর্খেরই সাজে!

(লক্ষ্মী ও সেলিনা প্রস্থানোদ্যত হইল। সহসা দয়ানন্দ আসিয়া তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।)

দয়া। উমিচাঁদ ঘুমালেও, দয়ানন্দ জেগে আছে। তার চোখে ধূলো দেওয়া সামান্য নারীর কাজ নয়, সুন্দরী। (অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল) (সেলিনা ও লক্ষ্মীবাঈ চমকিয়া উঠিল)

লক্ষ্মী। (চঞ্চলতার সহিত) দয়ানন্দ! শয়তান ?

সেলিনা। আপনিই দয়ানন্দ দরবেশ ? ফকির,—সন্ন্যাসী ?

দয়া। হাঁ আমি—আমিই দয়ানন্দ। চাঁদ সাহেব, চাঁদ সাহেব— (উমিচাঁদের দিকে অগ্রসর হইল।)

সেলিনা। চাঁদ সাহেবের ঘুম আজ আর ভাঙবে না। বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে (বিলোল হাস্য)।

দয়া। বিষের ক্রিয়া ! (সহসা সেলিনার হাত চাপিয়া ধরিল)

সেলিনা। হঁা বিষ ! ছাড়ুন। আমি বিষকন্যা। সর্ব্বাঙ্গে গোখরো সাপের তীব্র বিষ মাখানো।

(দয়ানন্দ হঠাৎ আতঙ্কিত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল। করুণা বিদ্যুৎ-বেগে তাহার কণ্ঠস্থিত মালার গোছা চাপিয়া ধরিয়া বুকের উপর শানিত ছুরিকা ধরিল। দয়ানন্দ ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া পিছাইয়া গেল।)

সেলিনা। আপনার চাঁদ সাহেবকে বলবেন, সেলিনা নটী হলেও বারাঙ্গনা নয়। সে রাজা মোহনলালের ভগিনী করুণা দেবী।

(দয়ানন্দ ক্ষণেক হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী ও সেলিনা পুনরায় প্রস্থানোদ্যত হইতে দয়ানন্দ হাত তুলিয়া ইসারা করিল ; সঙ্গে সঙ্গে তিনজন সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া পথ রোধ করিল।)

সেলিনা। একি !

দয়া। হাঃ হাঃ হাঃ, বিষকন্যা! এবার কোথায় পালাবে বিষ কন্যা? তোমার উদ্যত ফণা নুইয়ে দিতে, জাগ্রত বিষহরীর দল উপস্থিত। (প্রহরীদের প্রতি) বন্দী কর।

সেলিনা। দূরে দাঁড়াও, দূরে দাঁড়াও শয়তান! নইলে—

দয়া। রমণীর হাতে ছুরির ঝকমকানি! তাতে ভয় পাবে—সশস্ত্র যোদ্ধা! অগ্রসর হও, কালনাগিনীদের বন্দী কর।

লক্ষ্মী। দিদি, দিদি—

(নেপথ্যে গুলির আওয়াজ হইল)

প্রহরী। একি! গুলি চালায় কে?

দয়া। ভয় পেয়োনা,—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

(পর পর তিনটী পিস্তলের গুলির আঘাতে, একে একে প্রহরীরা সকলে ভূপতিত হইল)

দয়া। সর্ব্বনাশ! কে আক্রমণ করলে! পালাই, পালাই—

সোলেমান ও মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। কোথায় পালাবে শয়তান! জীবন্ত মৃত্যু তোমার সম্মুখে। (বাম হস্তে দয়ানন্দের গলা টিপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উদ্যত করিলেন।)

দয়া। একি! রাজা মোহনলাল! দয়া করো, ক্ষমা করো।

মোহন। ক্ষমা! হাঃ হাঃ হাঃ, দেবতার পূজারী তুমি, আজ মানুষের কাছে চাইছ ক্ষমা? ক্ষমা চাইতে তোমার লজ্জা করে না দয়ানন্দ! না—না, ক্ষমা নাই, তোমার শাস্তি মৃত্যু।

সেলিনা। দাদা!

সোলেমান। রাজা মোহনলাল,—রাজা মোহনলাল!

মোহন। কে? সোলেমান—

সোলে। ওকে হত্যা ক'রে কি হবে রাজা!

মোহন। ঠিক বলেছ সোলেমান। যাও দয়ানন্দ, তুমি মুক্ত। হাঁ যাবার সময় শুনে যাও: হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও তুমি যে হিন্দু নারীর অবমাননার ষড়যন্ত্র করেছিলে, আমায় সংবাদ দিয়ে সেই হিন্দু নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছে এই মুসলমান তরুণ—সোলেমান।

দয়া। রাজা—রাজা! (মোহনলালের পদপ্রান্তে পড়িল।)

মোহন। (দয়ানন্দের হাত ধরিয়া তুলিলেন) জাতির আজ পরম দুর্দ্দিন। বাংলার আজ অগ্নিপরীক্ষার দিন। সেই পরীক্ষা দিতে রাত্রি প্রভাতে চলেছি আমরা পলাশীর প্রান্তরে। তার পূর্ব্বে, যাও—যাও হে হিন্দু সন্ন্যাসী, ভগবানের কাছে বঙ্গেশ্বর সিরাজদ্দৌলার কল্যাণ ভিক্ষা কর! (সোলেমানের প্রতি) যাও, মুসলমান শহীদ্! তোমার হিন্দু ভাই-এর জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা কর, যেন জীবন দিয়েও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারি। বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর গর্ব্বোন্নত শির যেন পলাশীর প্রান্তরে অবনমিত করতে পারি! হিন্দু যদি মুসলমানের বেদনা বোঝে, মুসলমান যদি হিন্দুর জন্য বুক পেতে দাঁড়ায়, তাহ'লে কোন বিদেশী শক্তির সাধ্য নাই—এই চিরপবিত্র জন্মভূমিকে পদানত করে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পলাশীর প্রান্তর। নবাব ফৌজের ছাউনী। পশ্চাতে আম্রবন, তাহার অপর দিকে পলাশীর রণক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। ছাউনীর অদূরে নবাবের কামানশ্রেণী সজ্জিত। কামান গর্জ্জন ও তৎসহ দূরে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল হইল। কামান গর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই মোহনলাল মঞ্চের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অন্য পার্শ্ব দিয়া হাবিলদার আলতাফ আসিয়া আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইল।

মোহন। ক্লাইভের সৈন্যেরা এবার পিছু হেঁটে বাহির নালার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে অগ্রসর হবার আর উপায় নাই। ওদিক থেকে যদি আমির খাঁ আর রায় দুর্লভ তাদের এক সঙ্গে আক্রমণ করে, তা হ'লে জয় অবশ্যম্ভাবী।

(অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন)

আলতাফ। কিন্তু, জনাব—

মোহন। কিন্তু নাই, আলতাফ। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ক্লাইভ সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হবে।

আল। কিন্তু জনাব, সিপাহসালার যে তফাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন! আমির খাঁ, দুর্লভ রায়, কেউ ছাউনি ছেড়ে এগিয়ে যাননি। তাঁরা শুধু পিছনে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছেন।

মোহন। লড়াই দেখছেন! বল কি আলতাফ?

আল। মিথ্যা বলিনি, জনাব।

মোহন। মিথ্যা বলনি? ওকি! ওদিকে বাঁ পাশ দিয়ে একটু একটু ক'রে ইংরেজ গোলন্দাজরা এগিয়ে আস্‌বার চেষ্টা করছে, না?

আল। বাঁ দিকে এসে সুবিধে করতে পারবে না, জনাব। মীর সাহেব তাঁর ফৌজ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

মোহন। সাবাস্‌, মীর সাহেব! সাবাস্‌, মীর মদন!

(ছুটিয়া মঞ্চের শেষ প্রান্তে গিয়া পুনরায় সতর্কতার সহিত সৈনিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন)

আলতাফ, তুমি পূব সীমানায় গিয়ে আর একবার ভাল ক'রে দেখে এসো। সিপাহসালার, আমির খাঁ, আর রায় দুর্লভ কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। আর দেখ, সিপাহসালার যদি নবাবের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে থাকেন, তা হলে খাঁ সাহেব আর রায় দুর্লভকে জানাবে, এদিক সুরক্ষিত আছে।

আল। যো হুকুম, জনাব।

(সেলাম করিয়া প্রস্থান)

(দুই পার্শ্বে দুইজন সশস্ত্র প্রহরীসহ সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ। সেনাপতি, রাজা মোহনলাল!

মোহন। আদেশ করুন, জাঁহাপনা!

সিরাজ। কোম্পানীর মুষ্টিমেয় সৈন্য আমাদের তোপের সাম্‌নে বেশাক্ষণ টিকবে না। কলকাতা ও পূর্ণিয়ার যুদ্ধে যে বিজয়লক্ষ্মী আপনার অঙ্কশায়িনী হয়েছে, আশা করি পলাশীতে তার মর্য্যাদা চির উজ্জ্বল হবে।

মোহন। দোয়া করুন, শাহান শা।

সিরাজ। জনাব জাফর আলি আশ্বাস দিয়েছেন, রাজা মোহনলাল আর ওমরাহ মীর মদন জীবিত থাকতে, বাংলার ফৌজ কোনদিন

শত্রুর কাছে মাথা নত করবে না। সে আশ্বাস যেন ব্যর্থ না হয়, রাজা!

মোহন। ব্যর্থ হবে না, জাঁহাপনা। আপনি নিশ্চিন্তে রাজধানীতে ফিরে যান। নবাবের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সিরাজ। তাই যাবো। জাফর আলিও আমায় সেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধেই আমি রাজধানীর পথে রওয়ানা হয়েছি। কিন্তু দেখবেন রাজা, বাংলার মস্‌নদ যেন বিপন্ন না হয়।

মোহন। মোহনলালের দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে, সে নবাবের ইজ্জৎ—সুবে বাংলার গৌরব কোনদিন কলঙ্কিত হতে দেবে না জনাব।

সিরাজ। সে কথা জানি রাজা। তবুও সিপাহসালার আশঙ্কা করেন, পাছে তাঁর অমর্য্যাদা হয়। যদি সেনাপতিরা তাঁর আদেশ পালনে কুণ্ঠিত হন্?

মোহন। (চমকিয়া) সিপাহসালার?

সিরাজ। হ্যাঁ—সিপাহসালার। (ব্যগ্রতার সহিত মোহনলালের হাত ধরিলেন) রাজা মোহনলাল! দুর্দিনের বন্ধু আমার, আদেশ নয়, অনুরোধ—সিপাহসালারের মর্য্যাদা রাখবেন। তাঁকে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

মোহন। (মস্তক নত করিয়া) জো হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ। পলাশী! রক্তরাঙা পলাশীর দিগন্তে—কে জানে, আজ নবীন বাংলার সূর্য্যোদয়ের অরুণাভা, কিংবা বাংলার গৌরব রবি অস্তাচলে বসে—

মোহন। জাঁহাপনা, কথা অসমাপ্ত রাখুন জনাব। প্রয়োজন হ'লে, মোহনলাল বুকের রক্তে বাংলার অস্তরবিকে ফিরিয়ে আনবে নব গৌরবের উদয়াচলে।

সিরাজ। ভাই, বন্ধু—রাজা মোহনলাল!

মোহন। সালাম—সালাম হজরৎ !—সালাম !

সিরাজ। সূর্য্যোদয় না সূর্য্যাস্ত ! বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ সূর্য্যোদয় না সূর্য্যাস্ত—(উদ্বিগ্নভাবে রণক্ষেত্র ত্যাগ)।

মোহন। পলাশী ! বাংলার পলাশী, বাঙালীর পলাশী ! তোমার মুখে আজ ও কিসের হাসি খেলে যায় ! (নেপথ্যে কোলাহল)

একি ! সহসা নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'ল কেন ? সবাই ইতস্তত ছুটেছে ! এর অর্থ কি !

(একদল সৈনিকের প্রবেশ)

কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

সৈনিকগণ। (কুর্ণিশ করিয়া) হুজুর যুদ্ধ আজ আর হবে না।

মোহন। যুদ্ধ হবে না !—কেন ?

সৈনিক। সিপাহসালার হুকুম দিয়েছেন।

মোহন। সিপাহসালার ! সিপাহসালারের হুকুম ?

সৈনিক। (ভয়ে) হাঁ, জনাব।

মোহন। না, না,—তোমরা ফিরে যাও। আর একটা প্রহর ! কোন রকমে আর একটা প্রহর যদি এমনি সাহসের সঙ্গে লড়তে পারো, শত্রুরা বিধ্বস্ত হবে। (ব্যগ্রতার সঙ্গে) যাও, যাও ভাই, তোমাদের দেশের ইজ্জৎ—সুবে বাংলার স্বাধীনতা হেলায় হারিও না। যাও—যাও—

সৈনিকগণ। (ছুটিয়া পুনরায় অগ্রসর হইল) যো হুকুম জনাব !

মোহন। সিপাহসালার, প্রতিশোধ নিও না। সমগ্র হিন্দুমুসলমানের স্বাধীনতার বিনিময়ে, তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়োনা জনাব।

(দ্রুতপদে আলতাফের প্রবেশ)

কে, আলতাফ ? এনেছো, এনেছো সংবাদ ?

আল। সিপাহসালার হুকুম দিয়েছেন, যুদ্ধ আজ আর হবে না।

মোহন। (চমকিয়া উঠিলেন) সিপাহসালার নিজে দিয়েছেন এ হুকুম! সঠিক শুনেছ আলতাফ?

আল। সঠিক শুনেছি জনাব। তিনি হুকুম দিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন।

মোহন। ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!

আল। হাঁ। অধিকাংশ সেনাপতি তাঁর আদেশে সৈন্য ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। ইংরেজদের গুলিতে মীরসাহেব হত। তাঁর সেনাদলও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পিছু হটে পালিয়েছে।

মোহন। (শিহরিয়া উঠিলেন) মীরসাহেব হত! নবাবের বিশ্বস্ত সেনানায়ক মীরমদন! আলতাফ তুমি যাও বন্ধু, সৈন্যদের ফেরাও, তাদের উৎসাহিত করো, তাদের বলো—মোহনলাল যতক্ষণ পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ সিপাহসালারকে বাঙালী জাতির মুখে কলঙ্কের কালি মাখাতে দেবে না। যাও—যাও—(আলতাফের প্রস্থান) সিপাহসালার মীরজাফর, তুমি একি সর্বনাশ করলে! তুমি না কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করেছিলে?

(মীরজাফরের প্রবেশ)

মীরজা। সেনাপতি মোহনলাল! শীঘ্র আপনার সৈন্যদের যুদ্ধে নিবৃত্ত করুন। সিপাহসালারের আদেশ অমান্য ক'রে সৈন্যক্ষয় করবার অধিকার আপনার নাই।

মোহন। আমার অধীনস্থ সৈনিকদের পরিচালিত করবার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে, সিপাহসালার!

মীরজা। ভুলে যাবেন না রাজা বাহাদুর, যে আপনি নবাবের গোলাম।

মোহন। সে কথা ভুলে যাইনি ব'লেই, নেমকহারামি করবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

মীরজা। স্মরণ রাখবেন, আপনি নবাবের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—সিপাহসালারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করবেন।

মোহন। কিন্তু, তা ব'লে এ অন্যায় আদেশ—

মীরজা। ন্যায় অন্যায় বিচার করবার অধিকার আপনার নাই সেনাপতি। যদি কর্ত্তব্যবোধ এতই প্রখর হয়, এ আদেশ যদি অন্যায় বোধ করেন—

মোহন। জনাব মীরজাফর! আমি ন্যায় অন্যায় বিচার করতে চাইনা। শুধু একটি ভিক্ষা আমায় দিন,—আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন।

মীরজা। স্মরণ রাখবেন সেনাপতি, এ নবাবের দরবার নয়, পলাশীর রণক্ষেত্র।

মোহন। সে কথা স্মরণ আছে ব'লেই আজ আপনার কাছে করযোড়ে ভিক্ষা চাইছি। প্রয়োজন হয়, নবাবের ধনভাণ্ডার, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব নিন্, গোলাম নতমস্তকে আপনার আদেশ মেনে নেবে। কিন্তু জনাব, আপনার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, আমার জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাবেন না। এই সোনার বাংলাকে বিদেশী বেনিয়ার পায়ে বিকিয়ে দেবেন না।

(মীরজাফরের পদতলে বসিল)

মীরজা। উঠুন রাজা! (ক্রূর হাসির সঙ্গে) আপনার পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হবেন না।

মোহন। জনাব! জনাব! এ যুদ্ধ বিরতি মানে, নবাবের পরাজয়; সমস্ত বাংলার পরাজয়। এ পরাজয় কেমন ক'রে মাথা পেতে নেব জনাব?

মীরজা। রাজা মোহনলাল! আমার আর বাক্যব্যয়ের সময় নাই। আমার আদেশ, এই মুহূর্ত্ত হ'তে আপনি পদচ্যুত। প্রয়োজন হলে, নবাবের কাছে দরবার জানাতে পারেন।

(মোহনলাল শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া মীরজাফরের পায়ের কাছে তরবারি ত্যাগ করিলেন)

মোহন। ভিখারী ব্রাহ্মণ, নিরুপায় তুমি! কিন্তু স্মরণ রাখবেন বাংলার ভাবী অধীশ্বর! বাঙালীর শিরে আজ যে ভীষণ বজ্রাঘাত হবে, সেই বজ্রের নির্মম আঘাত আপনাকেও বুক পেতে সইতে হবে। চৌচির হ'য়ে যাবে ঐ কলিজা। স্বপ্নলোকের তাজমহল লুটিয়ে পড়বে এই বাংলার মাটীতে। মোহনলাল জীবিত থাকতে, বাংলার সিংহাসনে বেইমানের স্থান হবে না। (বেগে প্রস্থান)

(মীরজাফর চমকিয়া উঠিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার অন্তর্বর্ত্তী কালিন্দী নদীর তীরে দানশা ফকিরের আস্তানার সন্নিকটস্থ পথ।

বেদনার্ত্ত হৃদয়ে স্বামীজী গান গাহিয়া পথ অতিবাহন করিতেছেন।

গান

আমার আঁখির জলে
নামিল শ্রাবণ ধারা।
ডুবিল আকাশে চাঁদ,
নয়ন মুদিল তারা।

কালবৈশাখী ঝড়ে
আমার প্রদীপ নিবিল ঘরে,
আমি কাঁদি, আমি কাঁদি—
মরুপথে পথহারা।
হায় পলাশী প্রান্তরে তোর
ঘনায় অন্ধকার।
কাঁদিছে ধাত্রী, যাত্রীরা কাঁদে,
উঠিতেছে হাহাকার।
বিধুরা বিবশা বঙ্গজননী
কাঁদিছে সর্বহারা।
ওরে ও পলাশী, সোনার বাংলা
করিলি অন্ধ কারা॥

[গান গাহিয়া প্রস্থান। অপর দিক হইতে দীনবেশে
সিরাজ ও লুৎফার প্রবেশ]

সিরাজ। হায় পালাশী, সোনার বাংলা করিলি অন্ধ কারা! হায় পলাশী, সোনার বাংলা করিলি অন্ধ কারা! সারা বাংলার বুক ভেঙে আজ অমনি কান্না উঠছে লুৎফা। আমার রাজ্য গেছে, ঐশ্বর্য্য গেছে, পলাশীর বেইমানি আমায় পথের ভিখারী করেছে। তাহাতেও আমার দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ কান্না—সারা বাংলার ঐ বুকভাঙা আর্ত্তনাদ! এ আমি কেমন করে সইব লুৎফা? হায় পলাশী, হায় সর্ব্বনাশী পলাশী!—তুই এ কি করিলি রাক্ষসী! আমার সোনার বাংলার বুকে এ কি রক্তের বন্যা বইয়ে দিলি!

লুৎফা। হজরৎ, জনাব! আপনি বারবার এমন অধৈর্য্য হ'লে, এ বিপদের সময়—নারী আমি, আমি কেমন ক'রে পথ চলার সাহস পাব প্রভু?

সিরাজ। না লুৎফা, আর অধৈর্য্য হব না। কিন্তু সারা দিন না খেয়ে, আর কেমন করে পথ চলবে তুমি? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, শরীর কাঁপছে। এসো, দেখি যদি কোথাও কিছু আহার্য্য পাই।

লুৎফা। এখানে কে আমাদের আহার্য্য দেবে?

সিরাজ। ঐ যে, সামনে মনে হচ্ছে এক ফকিরের দরগাহ! ঐতো ফকির সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন। ফকির সাহেব—ফকির সাহেব!

নেপথ্যে দানশা।—কে?

সিরাজ। আমরা মুসাফির। একবার এই দিকে আসুন হজরৎ!

(দানশার প্রবেশ)

দানশা। মুসাফির! আসুন—আসুন, আমার দরগায় এসে তশরিফ রাখুন জনাব। মনে হয়, আপনারা শরীফ্‌জাদা।

সিরাজ। (আনত মস্তকে সেলাম জানাইয়া) ফকির সাহেব, আপনার আতিথেয়তা জীবনে ভুলতে পারব না। যদি কোন দিন সৌভাগ্য হয়, আবার আপনার দরদায় এসে পীরকে শিন্নি দিয়ে যাবো। কিন্তু আজ আর বিলম্ব করবেন না। একটুখানি শিন্নি. একটু খিচুড়ী, না হয়—যা থাকে তাই এনে দিন। (লুৎফাকে দেখাইয়া) উনি বড় ক্ষুধার্ত্ত।

দানশা। (স্মিতমুখে) একটু সবুর করুন, মুসাফির! আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি অবিলম্বে খিচুড়ী পাকিয়ে, শিন্নি করে দেব।

লুৎফা। (সিরাজকে) না, চলুন। অপেক্ষা করতে হবে না। আমি খাবো না কিছু।

সিরাজ। তুমি বুঝবে না। কাল থেকে খাওয়া হয়নি তোমার। অতদূর পথ, কেমন ক'রে যাবে বেগম সাহেবা? (ফকিরের প্রতি) ফকির সাহেব, খিচুড়ী পাকাবার দরকার হবে না। ঘরে যা আছে তাই একটু দিন।

দানশা। আমায় লজ্জা দেবেন না। এ ফকিরখানায় এমন কিছু নাই, যা দিয়ে আপনাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হতে পারে। বিলম্ব হবে না বেগম সাহেবা, একটু—একটু সবুর করুন। তশরিফ রাখুন।

(বহুমূল্য পাদুকার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ফকির চমকিয়া উঠিল ও বিস্ফারিত নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিল)

আপ-না-বা ? (নিজেকে সংযত করিয়া) হয়তো অনেকদূর পথ যাবেন! একটু বিশ্রাম ক'রে খেয়ে না গেলে, নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হবে। দেরী করবো না আমি। (উচ্চকণ্ঠে ডাকিল) মুস্তাফা! মুস্তাফা! (ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।)

লুৎফা। না—না, বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। চলুন বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে, যেখানে হয় বিশ্রাম করবেন।

সিরাজ। ভয় নেই, লুৎফা। ফকিরের আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছি। তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, গুণাহ সঞ্চয় করতে আর যে আমার সাহস হয় না, বেগম সাহেবা।

লুৎফা। তা জানি। কিন্তু তবুও ভয় হয়। জানি না, কেন আমার বুকের ভেতরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চলুন—চলুন আপনি।

সিরাজ। নসীবকে এড়িয়ে কোথায় গিয়ে বাঁচবে বেগম সাহেবা ?

লুৎফা। নসীব! সবই আমাদের নসীব ? বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি আজ একমুঠো ভাতের জন্যে ফকিরের দরগায় ধন্না দিয়েছে। কার ভাত কে ভিক্ষা করে! এও আপনি নসীব বলে মেনে নেবেন জনাব ?

সিরাজ। নসীব ছাড়া আর কি বলতে পারি, লুৎফা!

লুৎফা। শয়তানের ষড়যন্ত্রে নবাব সিংহাসনচ্যুত হয়,, ফকিরের দরগায় কাঙ্গালের মত হাত বাড়িয়ে অন্ন ভিক্ষা করে, এও নসীব জনাব ?

কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমি পারি না বিশ্বাস করতে। এ নসীব যারা সৃষ্টি করেছে, তারা সব পারে। চলুন, চলুন নবাব, অন্ততঃ মুর্শিদাবাদের সীমানা ছাড়িয়ে—

সিরাজ। মুর্শিদাবাদের সীমানা ছাড়িয়ে! লুৎফা! মুর্শিদাবাদের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে আজ বুকের ভিতর যে কি আর্ত্তনাদ উঠছে, তা তুমি বুঝবে না। এই মাটি, এই মাটি আজ মায়ের মত দুহাত বাড়িয়ে ডাকছে—ওরে সিরাজ, ফিরে আয়—ফিরে আয়! কিন্তু কে শুনবে সে আহ্বান! (দুহাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিলেন) আঃ, আমার দেশের মাটি! এই মাটীই আমার স্বর্গ! না—না, আমি যাব না—আমি যাব না! (সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন) মুর্শিদাবাদ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, লুৎফা।

লুৎফা। (দুহাতে সিরাজকে ধরিয়া) নবাব! নবাব!

সিরাজ। (নীরব)

লুৎফা। ধৈর্য্য হারাবেন না জনাব! আপনি বারবার অমন অধৈর্য্য হ'লে, নারী আমি, কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরি, প্রভু!

সিরাজ। না, আর ধৈর্য্য হারাব না লুৎফা। পলাশীর পরাজয় মাথা পেতে নিয়ে, আমি আমার সোনার বাংলাকে দুনিয়ার দরবারে চিরদিন লাঞ্ছিত হতে দেবো না। আমি পাটনায় যাবো। সেখানে রাজা জানকীরাম আছেন। তাঁর সাহায্যে আবার সৈন্য সংগ্রহ করবো। আবার আমি যুদ্ধ করবো। বিশ্বের দরবারে আমার সোনার বাংলাকে আবার মাথা উচু ক'রে দাঁড় করাবো। চলো, চলো লুৎফা, ফকিরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাই।—ফকির সাহেব! সুফী দরবেশ!

লুৎফা। আর কালবিলম্ব করবেন না, নবাব। আমার ভয় করছে; কি জানি, যদি কোন বিপদ এসে পড়ে!

সিরাজ। সে আশঙ্কা তো সব সময়ই আছে লুৎফা। ওরা যখনই শুনবে আমরা রাজধানী ছেড়ে এসেছি, আমাদের অনুসন্ধান করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। চারিদিকে ঘোড়-সওয়ার পাঠিয়ে খবরদারি করবে।

(দানশা ফকিরের প্রবেশ)

দানশা। এই যে জনাব! আর দেরী নাই, একটু—একটু বিশ্রাম করবেন, আসুন। পীরের দরগায় ধ'রে দিয়েছি খিচুড়ীর শিন্নি।

সিরাজ। আহারের আর প্রয়োজন হবে না, ফকির সাহেব। আমাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে; আবার একদিন ফিরে আসবো আপনার দরগায়। আজ বিদায় দিন।

দানশা। (অনুনয়ের সঙ্গে) তা হয় না, অতিথি। আমি নিঃস্ব ফকির। দয়া করে যখন গরীবখানায় পদধুলি দিয়েছেন, তখন অভুক্ত যেতে দেবো না, জনাব। অন্ন প্রস্তুত।

লুৎফা। তা হোক।

দানশা। তা হয় না, বেগম সাহেবা! না না, গোস্তাকি মাপ করবেন। তৈরী খানা ছেড়ে আমি আপনাদের যেতে দেবো না। মুস্তাফা—মুস্তাফা!

(মুস্তাফার প্রবেশ)

এই যে মুস্তাফা,—যাও, এঁদের দরগায় নিয়ে যাও।

মুস্তাফা। আসুন জনাব!

সিরাজ। অদৃষ্টে যা আছে, তাই হোক! চল, লুৎফা।

[মুস্তাফাসহ সিরাজ ও লুৎফার প্রস্থান।]

দানশা। পায়ে অত দামী জুতো দেখেই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—কে—

নেপথ্যে। ফকির সাহেব! ফকির সাহেব!

দানশা। কে—কে ?

(মীরণ ও দুইজন রক্ষীর প্রবেশ)

মীরণ। ফকির সাহেব !

দানশা। আপনি ?

মীরণ। আমি মীরণ।

দানশা। ওঃ, সিপাহসালার জাফর আলির পুত্র ! আসুন জনাব।

মীরণ। হাঁ, তোমার প্রেরিত সংবাদ পেয়েই আমি দ্রুত অশ্বারোহণে ছুটে এসেছি। তারা কোথায় ?

দানশা। আমার দরগায়। আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। খিচুড়ী খাওয়াব ব'লে বসিয়ে রেখেছি। নবাবের মুখ শুকিয়ে গেছে ; বেগম ক্ষিদের জ্বালায় চলতে পারছে না। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, খিচুড়ী খাওয়ার কি চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। আসুন, আসুন।

মীরণ। চলুন। (রক্ষীদিগকে অনুগমনের ইঙ্গিত করিয়া, উল্লসিত-ভাবে ফকিরের পিছু পিছু চলিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

[মুর্শিদাবাদ প্রাসাদের একটী কক্ষ। কক্ষমধ্যে একাকী অস্থিরপদে মেহের-উন্নেসা পায়চারি করিতেছেন। প্রতিটি গতিভঙ্গীতে ভয়াবহ হিংস্রতা ; সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিজয়োল্লাসে দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। কক্ষের পশ্চাৎ-ভাগে অপর একটী কক্ষের প্রবেশ-পথ। পশ্চাৎ-বর্ত্তী কক্ষের লৌহদ্বার উন্মুক্ত।]

মেহের। মোতিঝিল হ'তে আমন্ত্রণ করে এনে, সিরাজ কৌশলে আমায় বন্দী করেছে তার এই প্রাসাদে। এই ঘরেটি বেগমের চোখের আগুনে নবাব শরফরাজ পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কুট

রাজনীতিতে পূর্ণিয়ার সিংহাসন বিধ্বস্ত হয়েছে। অর্দ্ধবঙ্গের অধিষ্ঠাতা রাজা রাজবল্লভের অন্তর তীব্র বিষে জর্জ্জরিত হয়েছে। এবার সিরাজের পালা—(চারিদিক লক্ষ্য করিয়া) আগা সাহেব! আগা সাহেব!

(আগা সমসেরের প্রবেশ)

আগা। নবাবজাদি!

মেহের। নবাব রাজধানী ছেড়ে চ'লে গেছেন?

আগা। হাঁ; তিনি ছদ্মবেশে ভগবানগোলার পথে যাত্রা করেছেন।

মেহের। বেগম লুৎফা?

আগা। তিনিও সঙ্গে গেছেন।

মেহের। বাকী রইলেন কে? যে-ই থাক, এইখানেই যবনিকা পতন হবে না। সিপাহসালার মীরজাফরের চক্রান্তে নবাবের সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলাশী পরিত্যাগ করেছে; কেমন?

আগা। হাঁ, বেগম সাহেবা।

মেহের। সেনাপতি মোহনলাল পদচ্যুত! মীরমদন নিহত! পেশোয়ারা বেইমান উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ, আমির খাঁ আর জনাব জাফর আলি কোম্পানীর সাহেবদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যে দাদপুরের পথে অগ্রসর হয়েছেন? তাই না?

আগা। হাঁ।

মেহের। এবার—এবার মীরজাফর নবাব হবে! কিন্তু যে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে শয়তানেও বিশ্বাস করে না।

আগা। করতে পারে না শাহাজাদি। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ আর ওয়াট্সন সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—জাফর-আলিকে বাংলার সিংহাসনে বসাবেন।

মেহের। হাঁ; অন্ততঃ কিছুদিন না বসালে, নূতন রাজ্য করতলগত হবে না।

আগা। তা জানি। কিন্তু বেগম সাহেবা, এ যুদ্ধের পরিণাম এইখানেই শেষ নয়। সেনাপতি মোহনলাল—হাবিলদার আলতাফ আর নবাবের অন্যান্য বিশ্বস্ত সেনানায়কেরা শেষ সংগ্রাম করবেই। মোহনলাল পলাশী থেকে রাজধানীর পথে ফিরেছেন। নূতন সৈন্যদল নিয়ে তিনি রাজধানীর পথ রোধ করবেন। দাদপুরের সন্ধি তাঁরা মানবেন না।

মেহের। মোহনলাল মুর্শিদাবাদে ফিরেছে?

আগা। শুধু ফিরেছেন তাই নয়, রহমৎ খাঁর সাহায্যে গোলা-বারুদ সংগ্রহ ক'রে, নতুন সৈন্য সমাবেশও নাকি করেছেন।

মেহের। (চিন্তিত ভাবে) পদচ্যুত সেনাপতির আদেশে রহমৎ খাঁ গোলাবারুদ সরবাহ করবেন কেন? আর সৈন্যেরাই বা তার আদেশ মানবে কেন?

আগা। মানবে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে। মোহনলাল পদচ্যুত সেনাপতি হ'লেও, সে বাঙালী। বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার তার জন্মগত। তা ছাড়া, নবাব সিরাজদ্দৌলা মীরজাফরের আদেশ এখনও সমর্থন করেন নি।

মেহের। (সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন, ক্ষণেক উৎকর্ণ থাকিয়া যেন কি শুনিবার চেষ্টা করিলেন) আগা সাহেব! আগা সাহেব! এই শুনুন—শুনুন নবাব আলিবর্দ্দীর কান্না। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে তার প্রতিধ্বনি! (ব্যস্ততা ও অনুনয়ের সহিত) আর নয়, আর নয় আগা সাহেব, যেমন ক'রে হোক্, আমায় প্রাসাদের বাইরে নিয়ে চলুন। আমি বন্দী। নবাব আলিবর্দ্দীর কন্যা মেহেরউন্নেসা আজ পিতৃগৃহে বন্দী। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী। আর নয়, আগা সাহেব।

আগা। ব্যস্ত হবেন না, শাহাজাদি। আগা সমসের জীবিত থাকতে, ঘসেটি বেগম লাঞ্ছিত হবে না। আপনি প্রস্তুত থাকবেন;

যেমন ক'রে হোক্, মুক্ত করব। যদি জীবন বিপন্ন হয়, তবুও পশ্চাৎপদ হব না। [অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

মেহের। প্রস্তুত!—প্রস্তুত আমি সর্ব্বদাই আগা সাহেব। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। তবুও যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। সিরাজ যাবে, জাফর আলি বস্‌বে বাংলার সিংহাসনে। ঘসেটির যে অধিকার এতদিন ছিল, সে অধিকারটুকুও এবার লুপ্ত হবে। না—না,—তা হ'তে দেবো না। বাংলার সিংহাসন যদি রসাতলে যায়, তবুও ঘসেটির সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে না। সুলতানা রাজিয়া শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিল পিতৃসিংহাসনে, আর ঘসেটি খেয়ালখুসীর আতসবাজী খেলবে তার স্বোপার্জ্জিত সিংহাসন নিয়ে। যদি প্রয়োজন হয়, সুবে বাংলার সিংহাসন চিরদিনের মত সে ডুবিয়ে দেবে ওই গঙ্গার জলে। (সহসা বাহিরে কোলাহল)

ও কি! ও কি!—কিসের কোলাহল!

নেপথ্যে মোহন। নবাব কোথায়! নবাব? সুবে বাংলার মালেক নবাব সিরাজদ্দৌলা!—কোথায়?

মেহের। নবাব! সুবে বাংলার মালেক নবাব সিরাজদ্দৌলা!

(আগা সমসেরের প্রবেশ)

আগা। নবাব সিরাজদ্দৌলা বন্দী।

মেহের। বন্দী!

আগা। দানশা ফকির ধরিয়ে দিয়েছে। জাফর আলির পুত্র মীরণ আসছে তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে মুর্শিদাবাদে।

নেপথ্যে মোহন। নবাব কোথায়,—কোথায় নবাব বাহাদুর?

মেহের। কিন্তু, ওরা কারা আগা সাহেব?

আগা। রাজা মোহনলাল প্রাসাদ রক্ষার জন্য সৈন্য সংস্থাপন করেছেন। এ প্রাসাদ অবরুদ্ধ।

মেহের। প্রাসাদ অবরুদ্ধ ?

আগা। হাঁ। নবাব সিরাজদ্দৌলা কোথায়, তিনি জানেন না, তাই প্রাসাদে এসেছেন সিরাজের অনুসন্ধানে।

মেহের। সিরাজের সন্ধানে মোহনলাল ! সিরাজ বন্দী, এবার বাকী ওই মোহনলাল ! ঘসেটির প্রতিহিংসা—ঘসেটির প্রতিহিংসা—

[পার্শ্ববর্ত্তী একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।]

(অপর দিক হইতে মোহনলাল, লক্ষ্মীবাঈ ও সেলিনার প্রবেশ)

মোহন। নবাব কোথায় ?—নবাব ?

(প্রবেশ করিতেই সহসা আগা সমসেরের সহিত মোহনলালের সাক্ষাৎ হইয়া গেল।)

মোহন। একি ! আগা সাহেব। আপনি এসেছেন ফিরে ?

আগা। বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন, না এসে তো পারি না রাজা। (মোহনলালের সহিত হাত মিলাইল)

মোহন। বাংলা আজ সত্যই বিপন্ন সেনাপতি। সিপাহসালার ষড়যন্ত্র করেছেন। আমরা মানবো না সে সন্ধি।

মেহের। (কক্ষের অন্তরাল হইতে) সেনাপতি, রাজা মোহলাল ! নবাব অধীর প্রতীক্ষায় আপনার পথ চেয়ে আছেন।

মোহন। কে,—কে আপনি ? নবাব কোথায় ?

মেহের। নবাব আপনারই প্রতীক্ষায় ঐ সামনের কক্ষে রয়েছেন।

মোহন। ঐ কক্ষে ! আগা সমসের, আপনি আর বিলম্ব করবেন না। ফৌজদার রহমৎ খাঁকে প্রস্তুত হ'তে বলুন, আমি নিজে রুখবো লালবাগের মোড়। প্রাণ থাকতে—শত্রুদের রাজধানী প্রবেশ করতে দেবো না।

আগা। আমি যাচ্ছি জনাব, আপনি এই পথ দিয়ে অগ্রসর হোন্। ভিতরের ঘরে নবাব অপেক্ষা করছেন ; যে ক'রে হোক্, আপনি তাঁকে সম্মত করুন। [প্রস্থান

মোহন। (উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন) কোথায় ? কোথায় নবাব বাহাদুর। হজরৎ শাহানশা, সেনাপতি মোহনলাল ফিরে এসেছে জনাব।

মেহের। (তীব্র শ্লেষের সঙ্গে) সেনাপতি মোহনলাল ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (মোহনলাল প্রবেশ করিলে কক্ষের গরাদযুক্ত দ্বার সহসা অর্গলবদ্ধ হইল। মোহনলাল বন্দী হইলেন।)

মোহন। একি ! একি ? আমি পিঞ্জরাবদ্ধ ? ঘসেটির ষড়যন্ত্র। ঘসেটীর ষড়যন্ত্র !

লক্ষ্মী। বেগম সাহেবা—বেগম সাহেবা !

সেলিনা। কোথায় বেগম সাহেবা ? দয়া করুন, দ্বার মুক্ত করুন, বাংলার শেষ আশার প্রদীপ এমন ক'রে নিবিয়ে দেবেন না।—বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা !

মোহন। বৃথা অনুরোধ করছ লক্ষীবাঈ, বৃথা অনুরোধ তোর করুণা। এরা কেউ পলাশীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে দেবে না। সুবে বাংলার অধিপতি নবাব সিরাজদ্দৌলা, তোমায় লাখো সেলাম জাঁহাপনা ! তুমি আজ কোথায়, জানিনা। যেথানেই থাকো, শুধু এই কথাটি জেনো জনাব, পলাশীর বেইমানি তোমার এই দীন নফরকে স্পর্শ করেনি। রাজা মোহনলাল,—বেইমান জাফর আলির তাঁবেদারীর আগে, তার জীবন বলি দিয়েছে।

(আপন বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন।)

করুণা। কি করলে ! কি করলে দাদা—

মোহন। চোখের জল ফেলিসনে কেউ। এ আত্মহত্যা আমি করিনি,—সারা বাংলা আজ আত্মহত্যা করেছে ! এ শুধু মোহনলালের বুকের রক্ত নয়, সারা বাংলার বুক থেকে আজ এমনি ক'রে ফিনকি দিয়ে ঝরছে রক্ত। আর সে রক্ত পান করছে—ঐ পলাশী—রাক্ষসী প-লা-শী—(ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।)

যবনিকা